মসজিদে মিলল ১২০০ বছরের পুরনো স্থাপত্য নিদর্শন

সারে-জমিন

ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন হয়নি বহু মাদ্রাসায়!

রূপসী বাংলা

পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা বিজেপির খেলা ধরতে পারছে

সম্পাদকীয়

রেনেসাঁ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন খাজিম আহমেদ

সাধারণ

আর্সেনাল রেকর্ড গড়া জয়ে শিরোপার ত্রিমুখী লড়াই জমিয়ে রাখল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৬ মার্চ, ২০২৪
২২ ফাল্গুন ১৪৩০
২৪ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 64 ■ Daily APONZONE ■ 6 March 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

ছুটিতে থাকাকালীন বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করি: অভিজিৎ

বিচারপতির আসনে বসে রাজনৈতিক সংযোগ নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে গঙ্গোপাধ্যায় জানান, গত কয়েকদিন ধরেই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, আমি গত কয়েকদিন ছুটিতে ছিলাম এবং বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমার মনে হয়েছে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এটাই সঠিক মঞ্চ।তিনি বলেন, আমি বিজেপিতে যোগ দেব, সম্ভবত ৭ মার্চ। আমি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি কারণ এটি একটি জাতীয় দল, যা বাংলায় তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানেই দুর্নীতি, দুর্নীতি মানে তৃণমূল কংগ্রেস।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ২০২৪ সালে কি ওরা (তৃণমূল) টিকে থাকবে? ২০২৬ সাল পর্যন্ত পার্টি থাকবে? মাত্র দু-তিনজন গ্রেফতার হলেই দল উধাও হয়ে যাবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্রেফ একজন রাজনীতিবিদ’ বলে উড়িয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘খুব ভালো মানুষ। খুব পরিশ্রম করে। দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছেন।

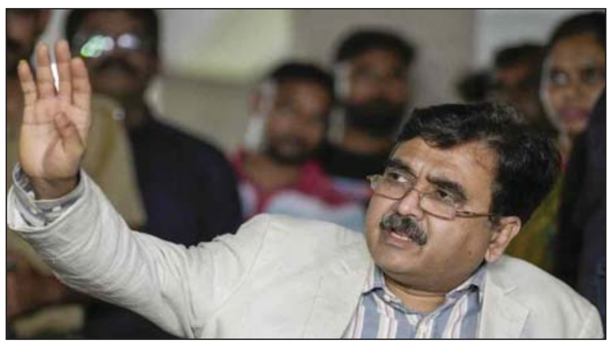

অভিজিৎ বলেন, তিনি ডায়মন্ড হারবার থেকে লক্ষ লক্ষ ভোটে জিততে পারেন। বর্তমান সাংসদ এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যার নাম নিতে তিনি বারবার অস্বীকার করেছেন। অভিষেককে তিনি তালপাতার সেপাই বলেও কটাক্ষ করেন। অভিজিতের দাবি, তিনি যদি ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, আমি লক্ষ লক্ষ ভোটে অভিষেককে পরাজিত করব।

তবে, এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সদ্য প্রাক্তন হওয়া বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি কিভাবে একজন সিটিং বিচারপতিকে সেই দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেছেন, কলকাতা হাইকোর্টের যে বিচারপতি বহু রায় দিয়েছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবং পদত্যাগ করে প্রকাশ্যে বিজেপিতে যোগ দিয়ে বলছে বিজেপিই একমাত্র দল যারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘খুব সত্যি কথা বলেছেন। উনি বলেছেন, বিজেপি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। অর্থাৎ, বিভিন্ন সময়ে যখন উনি আদালতে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বিজেপির সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল। বাকিটা আমি জনগণের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।’

আরএসএস ঘনিষ্ঠতাই কি বিজেপিতে আসার মূলে?

আপনজন ডেস্ক: সদ্য ইস্তফা দেওয়া বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। কিন্তু তার বিজেপিতে আসার মূলে কি রসায়ন কাজ করেছে তা নিয়ে নানা তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে। বিজেপি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, এক সর্বভারতীয় আরএসএস প্রচারকের সঙ্গে কিছুদিন আগে বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আরএসএসের মতাদর্শ, তাদের দর্শন ইত্যাদি নিয়ে সেদিন দীর্ঘক্ষণ কথা হয় দুজনের মধ্যে। তার পর আরএসএসের সদর দফতর নাগপুরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয। সূত্রের খবর, নাগপুরের নির্দেশে রাম লাল নামে এক সরসঙ্গ প্রচারক যিনি একসময় বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আরএসএস মন্ত্রে উজ্জীবিত করে বিজেপি যাওয়ার পরামর্শ দেন। দেখা না হলেও ফোনেই বাজিমাত করেন তিনি।

প্রথম নজর

কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবে ৭ মার্চ

আপনজন ডেস্ক: আগামী ৭ মার্চ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী চূড়ান্ত করতে পারে। এখনও পর্যন্ত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও ১৯৫ জন দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে এগিয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস সূত্র জানিয়েছে যে প্রার্থীকে তাদের নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে সক্ষম করার জন্য দলটি শীঘ্রই তার প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে। বেশ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে তাদের নিজ নিজ স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক করেছে এবং তাদের রাজ্যের আসনের জন্য প্রার্থীদের তালিকা প্রেরণ করেছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে এগুলি চূড়ান্ত করবেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে এই কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি, এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, অম্বিকা সোনি, অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং টি এস সিংদেও।

সন্দেশখালির তদন্ত করবে সিবিআই, রায় হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আধিকারিকদের উপর হামলার তদন্তভার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছ থেকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের হেফাজত কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন একটি ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। পুলিশকে ন্যাজাট ও বনগাঁ থানার মোট তিনটি অভিযোগের তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। ইডি টিমের উপর হামলার তদন্ত সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তরের কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূল সরকার। রাজ্যের বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়বেন আইনজীবী অভিষেক মনোসিংহভি। তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই মামলার জরুরি শুনানির দাবি জানিয়েছেন।

আমি বিশ্বের দিদি, দেশের দিদি: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: দিদি নম্বর ওয়ান নয়, দিদি বিশ্বের-দেশের-রাজ্যের। মঙ্গলবার মেদিনীপুর শহরে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর কলেজ-কলেজিয়েট ময়দানে সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রী এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ১২৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন, ১৩৮টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। যার আর্থিক মূল্য ১৭১৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৮২ উপভোক্তাকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করে। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মোড়া ছিল পুরো শহর। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নৃত্যে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী। গান গাইতে বলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে। তার আগেই ইন্দ্রনীল বলেন, সেদিন তোমরা দিদি নম্বর ওয়ান দেখেছ। এই যে দিদি নম্বর ওয়ান। তবে তার বিশেষণে খুশি নন মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন, আমি সবার দিদি। বাচ্চা থেকে বড়, ভাই থেকে বোন সবার দিদি। সুতরাং আমি দিদি নম্বর ওয়ান নয়। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দিদি নম্বর ওয়ান বললেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি বিশ্বের দিদি, আমি রাজ্যের দিদি, আমি দেশের দিদি, আমি ঘরে ঘরে সবার দিদি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার পাশাপাশি আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির টাকাও কেন্দ্র দেয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি টাকাটা না দেয় তাহলে মে মাসের প্রথম দিকে ১১ লক্ষ বাড়ির কাজ আমরাই শুরু করে দেব। তারপর যেগুলো বাকি থাকবে আস্তে আস্তে করবো। দিল্লির কাছে ভিক্ষে চাইব না। আমরা লক্ষীভান্ডারের টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি।যতোদিন বাঁচবেন ততদিন সেই টাকা পাবেন। এটা আমাদের গ্যারান্টি। মনে রাখবেন রাজ্যে আমরা যে গ্যারেন্টি দিই তা রক্ষা করি, কেন্দ্র যে গ্যারেন্টি দেয় তা বাতিলের খাতায় যায়। এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের বিধায়করা। তাদের লোকসভা নির্বাচনে একত্রিত হয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে কলকাতা রওনা দেন তিনি।

প্রথম নজর

আন্দুলিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুই যুবকের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া জেলার চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবক। আহত দুই যুবক স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা দুই যুবককে মৃত বলে জানায়। মৃত যুবকের নাম সানুয়ার সেখ বয়স ১৯ ও সম্রাট শেখ বয়স ২০ আহত দুজনকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,মৃত দুই যুবকের বাড়ি চাপড়া থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ফুলবাড়ি। আহতদের বাড়ি করিমপুর থানার গোয়াসে। করিমপুর দিক থেকে কৃষ্ণনগর দিকে আসার পথে হঠাৎই কৃষ্ণনগর টু করিমপুর রাজ্য সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।মৃত যুবকের কাকা আনসার শেখ বলেন, দুজন মিলে একটি মোটরসাইকেলে করে বড় আন্দুলিয়া বাজারে সেলুনে আসছিল হঠাৎই তাদেরকে ধাক্কা মারে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রুটমার্চ হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীদিয়ে রুটমার্চ করা হল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদেও এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মঙ্গলবার বিকেল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার স্বরূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। এদিন হরিহরপাড়া থানার আইসি অরূপ কুমার রায় সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি টিম বেশ কিছু এলাকায় রুট মার্চ চালায়। এদিন পুলিশ প্রশাসন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে।

ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন হয়নি বহু সরকারি মাদ্রাসায়!

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে সরকারি মাদ্রাসা সব সময় বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষক শিক্ষা কর্মী এমনকি প্রধান শিক্ষক বহু সরকারি মাদ্রাসায় খালি পরে থাকে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিকাঠামো খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সরকারি মাদ্রাসাগুলোতে সেই পরিমাণে অর্থ মেলেনা। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন হয়নি যে বেতন হওয়া কথা ছিল মাসের শেষ দিন ।আজ ৬ তারিখ হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত বেতনের কোন খবর নেই। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন করলেও তারাও সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না। যদিও প্রাইমারি স্কুল ,উচ্চ মাধ্যমিক অন্যান্য স্কুল গুলি শিক্ষক শিক্ষা কর্মীরা যথাযথ বেতন পেয়ে গেছেন। এই অবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মীরা আতঙ্কিত আছে। মাসের ৫-৬ তারিখ পেরিয়ে গেলেও বেতন না হওয়ায় এবং কি কারণে বেতন হচ্ছে না এটাকে ভাবিয়ে তুলেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, নদীয়া জেলার মাদ্রাসা শিক্ষকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন কেন হয় নি তা অজানা। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ফান্ড নেই।অথচ প্রাইমারি সহ সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক দের বেতন যথাসময়ে অর্থাৎ মাসের শেষ তারিখে হয়ে গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভিন্ন হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ,সহ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের দাবি সঠিক সময়ে বেতন দেওয়ার।

বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি আশা কর্মীদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল আশা কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার তরফে এদিন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তরে ডেপুটেশন দেন আশা কর্মীরা। এদিন ঘেরাও এবং ডেপুটেশন কর্মসূচির আগে বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দান থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি মানা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা কর্মবিরতি চালাবেন বলেই হুঁশিয়ারি দেন। এদিন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার তরফে নমিতা মহন্ত জানান, 'কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে আশা কর্মীদের জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। সমস্ত ইনসেন্টিভের টাকা আটি ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। সেই সমস্যাও কোন সমাধান করা হয়নি। আমরা ভাতা নয়, বেতন চাই। আমরা সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি চাই। ১লা মার্চ থেকে আমাদের কর্ম বিরতি চলছে। আজ আমরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমস্ত ব্লকের আশা কর্মীরা এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি। আমাদের দাবি-দাওয়া মানে না হলে, আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরতি চালিয়ে যাব।'

ভোট পাখি আসে, ভোট পাখি যায়, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়: মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন

ইসরাফিল বৈদ্য ● বহরমপুর

আপনজন: ব্রিগেডে শাসকদলের 'জনগর্জন সভা' সফলের লক্ষ্যে মঙ্গলবার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আলোচনা সারল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ শাখা। তৃণমূল কংগ্রেস দল অনুমোদিত এই শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে জেলা কমিটির এই প্রস্তুতি বৈঠকের পাশাপাশি সাংগঠনিক আলোচনা হয় কয়েকশো শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিতিতে। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ঋত্বিক সদন, (তৃণমূল পার্টি অফিসের পাশে) অনুষ্ঠিত ব্রিগেডের জনগর্জন সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সামনে একেএম ফারহাদ বলেন ১০ ই মার্চ কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশে সর্বকালের রেকর্ড করবে জনগনের উপস্থিতির নিরিখে। তিনি বলেন ভোট পাখি আসে, ভোট পাখি যায়, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। বিজেপি চক্রান্ত বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। ওদের এখন পালানোর পালা,তাই যেন তেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকতে চায়। বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা করেছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে মমতা -অভিষেক নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। তিনি বলেন, এই মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা বছরভর রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন হিসাবে সবধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। বছরভর দলীয় কর্মসূচিতে মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকারা যে বিচক্ষণতার সঙ্গে কর্মীদের বোঝানোর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখী এবং পঠন পাঠনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। বাংলার মসনদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর মত তরুণ প্রজন্মের লড়াকু নেতৃত্ব, রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সপ্তর্ষীতির মুখ ফিরহাদ হাকিম এর মতো মানুষের জন্যই আজ তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। ফারহাদ দাবি করেন, ১০ ই মার্চের ব্রিগেড সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য মিছিল সহযোগে ব্রিগেড ময়দানে জমায়েতের লক্ষ্যে জেলায় জেলায় প্রস্তুতি মিটিংয়ে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এদিনের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হাজী আনসার আলী, সভানেত্রী রাফিনা ইয়াসমিন, দেবতোষ বিশ্বাস, মনিরুদ্দিন খান, মামুন আল বিরুনি, আইনুল বারি, আমিনুল ইসলাম, জিয়াউল রহমান, হাসিবুর রহমান, আরিফ, ইকবাল, রাখি ঘোষ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তোলাবাজি নিয়ে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হকারদের থেকে তোলাবাজির অভিযোগ এলে কড়া ব্যবস্থার নিদান দিলেন অরূপ। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ায় এক পথসভায় এসে অরূপ রায় বলেন, আনা দিন খাওয়া গরিব হকারদের কাছ থেকে তোলা চাওয়া হচ্ছে। প্রায়শই শোনা যায় হাটের দিন এমন জিনিস বরদাস্ত করা হবেনা। নয় আপনারা সরাসরি পুলিশকে অভিযোগ জানান। নাহলে আমাকে জানালে আমি পুলিশকে ফোন করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেব। প্রসঙ্গত, এদিন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।

ফুরফুরায় শুরু ঈসালে সওয়াব

আপনজন: হুগলি ফুরফুরা দরবার শরীফের ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াবে প্রথম দিনেই মানুষের ব্যাপক ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন দফায় দফায় মানুষের প্রবল ভিড় লক্ষ করা গেছে। দরবার থেকে জেকেরের মজলিস প্রধান রাস্তায় ছিল জন প্লাবন।আতর, সুরমা, টুপি ও হালুয়া এবং মোরাব্বা কেনার ভিড় ছিল লক্ষণীয়। দরবারে চত্বর জুড়ে বিভিন্ন পরিষেবা ও আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অজস্র মানুষ তাদের আত্ম শুদ্ধিকরণের জন্য এই তিন দিনের আন্তর্জাতিক ওয়াজের মাহফিলে নিজেদেরকে বিসর্জন দিয়েছেন। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের অসহায় মানুষের জন্য দোয়া চাওয়া হয়। ছবি ও তথ্য: নুরুল ইসলাম খান

উলুবেড়িয়ায় ৫০০ জন যোগ দিলেন তৃণমূলে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের আগে ফের আগে বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান ৫০০ জন কর্মী সমর্থকদের। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জনগর্জন সভা থেকে বিভিন্ন দল ছেড়ে প্রায় ৫০০ জন কর্মী সমর্থক এদিন বিভিন্ন দল ঘাসফুলে যোগদান করল।সকলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়।মন্ত্রী বলেন, ভোট যত আসবে ততই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের মাটি আরও শক্ত হবে। এবং লোকসভার ৪২ টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে।তৃণমূলে যোগদান প্রসঙ্গে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি জানান,বেইমানরা যতদিন দলে ছিল ততদিন আমরা কম ভোট পেতাম, কিন্তু তাদের আসল মুখ প্রকাশ পেতেই তারা অন্য দলে গিয়ে লাফাচ্ছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখেই মানুষ আরও বেশি দলে যোগদান করবে। এদিনের এই সভায় মন্ত্রী ও বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই কেন্দ্রের দলের সভাপতি বিমল দাস ,সহ:সভাপতি শেখ ইলিয়াস, যুব সভাপতি পিন্টু মণ্ডল প্রমুখ।

ব্রিগেডের জনগর্জন সভায় লোক ভরানোর ডাক সাংসদ, বিধায়কের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী উত্তর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জনগর্জন সভার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার বিকেলে। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা,একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা,আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আদায় সহ একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা এবং আগামী ১০ই মার্চ কোকাতায় ব্রিগেডে জনগর্জন সভার জন্য প্রস্তুতি সভা করলেন এদিন। মঙ্গলবার বিকেলে সাগরপাড়া ওয়াইএমএ ময়দানে প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান,বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,জলঙ্গী উত্তর ব্লক সভাপতি আমজাদ আলী খান,সহসভাপতি গৌতম প্রামাণিক, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বাবুলাল মণ্ডল সহ অন্যান্য ব্লক ও অঞ্চল নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পাঁচ অঞ্চলের কর্মী সমর্থকরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ একযোগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দেশ থেকে উখাতের ডাক দেন। বিজেপি সরকার বিভাজনের রাজনীতি করছে বলেও জানান তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। লক্ষীর ভান্ডারের টাকা ৫০০ থেকে এক হাজার করায় রাজ্য সরকারের এই লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবাদে বাংলার মেয়েরা উপকৃত হচ্ছে বলে জানান সাংসদ আবু তাহের খান। বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক জানান,সব দলের বাড়ির মেয়েরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছে। আগামী ১০ই মার্চ ব্রিগেড এর জনগর্জন সভায় সাগরপাড়া থেকে রেকর্ড সংখ্যক লোকজন নিয়ে যাওয়ার ডাক দেওয়া হয়।

বাসুবাটী দরবার শরীফে ওরস মোবারক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বাসুবাটী মেজ হুজুর দরবার শরীফের ১৩৫ তম ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হলো। দুদিন ব্যাপী শত শত মানুষ পশ্চিমবাংলার এবং বাংলাদেশ থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হন। শেষ দিনে সারারাত বক্তব্য চলে বাংলাদেশ থেকে আগত বক্তা পীরজাদা শফিকুল ইসলাম কাদেরী এবং গদ্দিনশীন সৈয়দ মাওলানা আহসানুল ইসলাম ও সৈয়দ মাওলানা তাজুল ইসলাম ও মাওলানা মোবারক করিম মালদা ও মাওলানা আবুল হাই রিজবি সকলে কোরআনের আলোকে বক্তব্য দেন। গজল পরিবেশন করা হয়। বাসুবাটী মেজ হুজুর দরবার শরীফ আওলাদে রসুলের বংশধর ইনাদের পূর্বপুরুষ ইরাকের বোখারা থেকে এসেছিলেন বলে দরবার শীরফের তরফে জানানো হয়। আরও বলা এয়, বাসুবাটী দরবারে সর্বধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষরা প্রতিদিন আসেন। এদিনের সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি ওয়াজেদুল হক। মা বক্তব্য দেন মা-বাবার সম্পর্কে গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা করেন শেষে পীরজাদা সৈয়দ মাওলানা তাফহীমুল ইসলাম আল কাদেরী দোয়া করেন বিশ্বের শান্তির জন্য।

বারুইপুর রেলমাঠে জনগর্জন প্রস্তুতি সভা

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন:তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষ্যে বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বারুইপুর রেলমাঠে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস, বারইপুর পৌরসভার পৌর প্রধান শক্তি রায় চৌধুরী, উপ পৌর প্রধান গৌতম কুমার দাসসহ সমস্ত কাউন্সিলরগণ। ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিজেপি ৩৫ বা ৪২ কোনও আসন পাবে না। ফিনিস হয়ে যাবে। মোদির সরকার মিথ্যাচারের সরকার। মোদীর গ্যারান্টি সব ফেল করেছে। ছবি পাবলিসিটি করে হয় না, মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হয়। পাশাপাশি, তিনি এও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ভষ্টাচার সহ্য করেন না। মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তীর, মমতাময়ী মা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক মমতাময়ী আচরণের কথা তুলে ধরেন। একদিকে দশই মার্চ ব্রিগেডের সমাবেশ ভরিয়ে দেয়ার জন্য যেমন ডাক দেন সেইসঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার অনুরোধ করে। আজকের এই সমাবেশে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শর্ট সার্কিটে পুড়ল তিন ভাইয়ের ঘর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মঙ্গলবার বিকেল চারটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঙ্গনদীয়া গ্রামে আগুনে পুড়ে যায় মুস্তাক আলি, ইস্তাক আলি ও আফতাক আলির তিন ভাইয়ের ঘর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুস্তাক আলির বাড়ির পাশে রয়েছে ইলেকট্রনিক পোল।সেই পোল থেকে শর্টসার্কিট হয়ে বাড়ির ছাদে থাকা শুকনো খড় ও সরিষার কুটিতে আগুন লেগে যায়।এরপর দুই ভাইয়ের ঘরে আগুন ধরে যায়। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।ফোন করা হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে প্রায় ৩০ মিনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মুস্তাক আলি জানান,তিন ভাইয়ের বাড়ির ছাদের অংশ পুড়ে গেছে।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের মিলল চেক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: নানুর বিধানসভার চণ্ডীদাস নানুর অঞ্চলের আগোরতের গ্রামের (নাম - ভুলন সেখ;বয়স-৫০বছর)পরিযায়ী শ্রমিক চেন্নাই তে কাজ করতে গিয়ে ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর তারিখে আকস্মিক মৃত্যু হয়। পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে নানুর থানার আগোরতর গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর লোকসভার সাংসদ অসিত মাল, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ ,নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, বি.ডি.ও, নানুর ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ। অসহায় পরিবারটিকে সবরকম ভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রকের লাইনম্যান দিবস উদযাপন

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: বিদ্যুৎ মন্ত্রকের পাওয়ার গ্রেড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের উদ্যোগে নবগ্রামের দক্ষিণ গ্রাম পাওয়ার হাউসে ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ৪০০ কেভি বহরমপুর সুইচিং উপ-কেন্দ্রে লাইনম্যান দিবসের আয়োজন করা হয়। পাওয়ার গ্রিড ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে উপ-কেন্দ্রের ইনচার্জ এস.কে.দাস, কর্তৃক সম্মানিত করা হয়।

দুয়ারে পৌরসভা মুর্শিদাবাদে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একটা সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন দুয়ারে সরকার নামক কর্মসূচি। এবার দুয়ারে সরকারের আদলে 'দুয়ারে পৌরসভা' নামক বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান শুরু করা হল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং তার দুয়ারে সরকার কর্মসূচির আদলে পৌরসভার বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হবে পৌরসভা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থানরত বাসিন্দাদের। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে মাঝেমধ্যেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে।' মূলত ১১ থেকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড পৌরসভা থেকে অনেকটা দূরে। সেইসব এলাকায় বিশেষ ক্যাম্প করে দুয়ারে পৌরসভা নামের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করল মুর্শিদাবাদ পৌরসভা। হাতের নাগালে পৌর পরিষেবা পেয়ে খুশি মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ১১ থেকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

প্রথম নজর

মসজিদে মিলল ১২০০ বছরের পুরনো স্থাপত্য

আপনজন ডেস্ক: ইসলামের ইতিহাসে মহাগুরুত্বপূর্ণ সৌদি আরব। আর দেশটির ঐতিহাসিক নগরী জেদ্দা। যেখানে অসংখ্য ইতিহাস আর ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে। আর সেখানেই এবার ওথমান বিন আফফান মসজিদের ভেতর পাওয়া গেছে ১ হাজার ২০০ বছরের পুরোনো স্থাপত্য নিদর্শন।

জেদ্দায় যেসব ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। সেই প্রকল্পের অংশ হিসেবেই পুরোনো মসজিদটির প্রাচীন অংশ খুঁজে পাওয়া গেছে। এই কার্যক্রমটি চালিয়েছে জেদ্দা ঐতিহাসিক বিভাগ প্রকল্প (জেএইচডিপি)। এর মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে মসজিদটির পুরোনো ইতিহাস।

এছাড়া মসজিদটিতে প্রকাশ পেয়েছে ঐতিহ্যগত স্থাপত্য শৈলী– যেটিতে রয়েছে খোলা এবং একটি আচ্ছাদিত নামাজের স্থান। উল্লেখযোগ্য যে, এই মসজিদটিতে বেশ কয়েকবার সংস্কার কাজ চালানো হয়েছে। সর্বশেষ সংস্কারটি হয়েছে বিশ শতকে। তবে এটির আসল মিরহাব এবং স্থানিক ডিজাইনটিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আরও খুঁজে বের করা হয়েছে কয়েকশ প্রত্নবস্তু। এরমাধ্যমে আরো প্রকাশ পেয়েছে মসজিদটির স্থায়িত্ব এবং কয়েক ধাপে নির্মাণের বিষয়টি। যার মধ্যে অন্যতম হলো মাটির তৈরি টাইলস, প্লাস্টার এবং ঐতিহ্যবাহী টাইলস। যেগুলো মসজিদটির মেঝেতে ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়া মসজিদটির নিচে পাওয়া গেছে প্রাচীন আমলের একটি পানির ট্যাংক। যা প্রায় ৮০০ বছরের পুরোনো। পানির সমস্যা সমাধানে জেদ্দার মানুষ কি ধরনের পন্থা অবলম্বন করতেন সেটিও বেরিয়ে এসেছে এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে। মসজিদটির ভেতর চীনামাটির বাসন এবং পানির পাত্রও পাওয়া গেছে। এগুলো কয়েকশ বছরের পুরোনো। যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক বাণিজ্য পথ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ইলন মাস্ককে টপকে শীর্ষ ধনী বেজোস

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস ধনীদের তালিকায় প্রথমবারের মতো শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে গেলেন। এতদিন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা ও টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক। তাকে টপকে এই তালিকায় শীর্ষে উঠেছেন জেফ বেজোস। ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ারস ইনডেক্স সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে। ব্লুমবার্গের তথ্যমতে, সোমবার টেসলার শেয়ারের ৭ দশমিক ২ শতাংশ দরপতন হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে এ তালিকায়। এতে ইলন মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১৯৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। আর বেজোসের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০০ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। গত নভেম্বর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, বেজোসের মোট সম্পদের পরিমাণ ১৭ হাজার কোটি (১৭০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ছিল। ওই সময় তিনি বিশ্বের শীর্ষ তৃতীয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বেজোসের নেতৃত্বে অ্যামাজন এখন ই-কমার্সের সঙ্গে ক্লাউড কম্পিউটিং, অনলাইন বিজ্ঞাপন, ডিজিটাল স্ট্রিমিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবসাও পরিচালনা করছে। মহাকাশে মানুষবাহী রকেট পাঠানো প্রতিষ্ঠানের 'ব্লু অরিজিন' প্রতিষ্ঠা করেন জেফ বেজোস। ২০২১ সাল থেকে ইলন মাস্ক বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় উপরের অবস্থানে ছিলেন। এই প্রথমবারের মতো অবস্থান হারালেন তিনি। বেজোস ১৯৬৪ সালের ১২ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৩০ বছর আগে অ্যামাজন প্রতিষ্ঠান করেন জেফ বেজোস। সাধারণ অনলাইন বই বিক্রির প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্যারেজে যাত্রা শুরু করা অ্যামাজন এখন ই-কমার্স জায়ান্ট।

ফলাফল ছাড়াই শেষ হল যুদ্ধবিরতির আলোচনা

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন রমজান মাস শুরুর আগে গাজা উপত্যকায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ একাধিক বিশ্ব নেতা। এ বিষয়ে রোববার থেকে মিশরের রাজধানী কায়রোতে যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিশরের মধ্যস্তত্বতায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু হয়। তবে দুইদিন ধরে বৈঠক হলেও, কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েল। এতে কোনো ফলাফল ছাড়াই এ দফার যুদ্ধবিরতির আলোচনা শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা বাসিম নাসিম জানিয়েছেন, আলোচনা চলার সময় তারা তাদের প্রস্তাব মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর কাছে উত্থাপন করেছেন এবং ইসরায়েলের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন, 'নেতানিয়াহু কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে চায় না। আর ইসরায়েলকে চুক্তিতে সম্মত হতে চাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বল এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টে।' এদিকে কায়রোর এই আলোচনা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ইসরায়েল। তবে ইসরায়েল কায়রোতে তাদের কোনো প্রতিনিধিকে পাঠায়নি। তারা দাবি করেছিল, যেসব জীবিত এবং মৃত জিম্মি এখনো গাজায় আছেন তাদের তালিকা দিতে হবে। এরপর তারা আালোচনায় যোগ দেবে। প্রথমে অন্তত ৪০ অসুস্থ, বৃদ্ধ ও নারীর তালিকা দিতে হবে যাদের যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে মুক্তি দেওয়া হবে। হামাস জানিয়েছে, তাদের পক্ষে এখন তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইসরায়েলিদের অব্যাহত বোমা হামলার কারণে অনেক জিম্মি নিহত হয়েছেন। ফলে কারা জীবিত আছেন আর কারা মারা গেছেন সেই তালিকা প্রস্তুতে আগে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এরপর তারা জিম্মিদের তালিকা দিতে পারবে। ইসরায়েলের প্রতি পাল্টা দাবি ছুড়ে হামাস জানিয়েছে, জিম্মিদের মুক্ত করতে আগে যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে। যেটি হবে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি। এছাড়া হামাস দাবি জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির পর গাজায় বিপুল ত্রাণ পৌঁছতে দিতে হবে এবং যেসব মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের বাড়িতে ফিরতে দিতে হবে। পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, হামাসের স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবির কারণে এখন চুক্তিটি হচ্ছে না।

দক্ষিণ কোরিয়া ধর্মঘটকারী ডাক্তারদের লাইসেন্স বাতিলের পদক্ষেপ নিচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার সোমবার সে দেশে বিক্ষোভরত হাজার হাজার জুনিয়র চিকিৎসকের কাজের লাইসেন্স বাতিলের পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। তাদের সম্মিলিত ধর্মঘট বন্ধ করতে সরকারের নির্ধারিত সময়সীমা লঙ্ঘন করার কয়েক দিন পর এই পদক্ষেপ। ডাক্তারদের ধর্মঘটের ফলে হাসপাতালের কর্মকাণ্ডে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক সংখ্যায় আসন বৃদ্ধি করতে সরকারের পদক্ষেপের প্রতিবাদে প্রায় ৯ হাজার ইনটার্নি ও রেসিডেন্সি ডাক্তার দুই সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করছেন। তাদের এই বিক্ষোভের ফলে কয়েকশো অস্ত্রোপচার ও অন্যান্য চিকিৎসা বাতিল হয়েছে এবং সে দেশের চিকিৎসা পরিষেবা ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্ক মিন-সু এক বিবৃতিতে বলেন, বিক্ষোভরত ডাক্তারদের অনুপস্থিতি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করতে সোমবার একাধিক কর্মকর্তাকে কয়েক ডজন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে কারণ অন্তত তিন মাসের জন্য এই ডাক্তারদের লাইসেন্স বাতিলের পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে সরকার।

পার্ক বলেন, কর্তৃপক্ষ পরে বিক্ষোভরত ডাক্তারদের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাদের লাইসেন্স বাতিলের বিষয়টি জানাবে এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার একটি সুযোগ দেবে। তাঁর কথায়, লাইসেন্স বাতিলীকরণ কার্যকর করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে।

পার্ক আরও বলেন, "সরকার ও সমাজের অন্যান্য অংশের বারবার আবেদন সত্ত্বেও কাজে ফেরা শিক্ষানবিশ ডাক্তারদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আজ থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের মাধ্যমে এই আইন প্রয়োগ শুরু করেছি আমরা।"

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার আগে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজে ফিরতে বিক্ষোভরত ডাক্তারদের নির্দেশ দিয়েছিল। এই নির্দেশিকা যিনি প্রত্যাখ্যান করবেন তার লাইসেন্স এক বছর পর্যন্ত বাতিল এবং তিন বছর কারাদণ্ড বা প্রায় ২২,৫০০ ডলার জরিমানা হতে পারে।

গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ঘোষণা করেছিল, পরের বছর থেকে সে দেশে মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আসন সংখ্যা দুই হাজার বাড়ানো হবে। বর্তমানে মোট আসন রয়েছে ৩০৫৮টি। কিন্তু সরকারের এই পরিকল্পনার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন বহু চিকিৎসক। তাদের যুক্তি, আকস্মিকভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে পারবে না। এই দেশের মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ডাক্তারের ক্ষুদ্র একটি অংশ (জুনিয়র ডাক্তার) বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তবে, বেশ কয়েকটি প্রধান হাসপাতালের মোট চিকিৎসকের ৩০-৪০ শতাংশই এই জুনিয়র ডাক্তার।

তরুণ চিকিৎসকদের সমর্থনে সিনিয়র ডাক্তাররাও রাস্তায় মিছিল করেছেন, তবে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘটে তারা যোগ দেননি। পুলিশ বলেছে, তারা দক্ষিণ কোরিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন কোরিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পাঁচজন সদস্যের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘটে উস্কানি ও প্ররোচনার অভিযোগ তদন্ত করছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে চলমান নারকীয় তাণ্ডবের মাঝেই দখলদার ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারির দলের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। রোববার (৩ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১৪। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, 'ড্যানিয়েল হ্যাগারির সেকেন্ড ইন কমান্ড মোরান কাটজসহ আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গাজা যুদ্ধের কারণে নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।' 'পদত্যাগকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন জেনারেল রিচার্ড হেসিট। যিনি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিদেশি সংবাদমাধ্যমের মুখপাত্রের দায়িত্বে ছিলেন।' গাজা যুদ্ধ এবং এটি সংঘটিত করা নিয়ে ইসরায়েলি সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরাজমান ফাটল সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধ শেষে গাজায় কি হবে– ইসরায়েলি সরকারের এ বিষয়ে যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটি নিয়ে খুশি নয় সেনাবাহিনী। গত ৭ অক্টোবর দখলদার ইসরায়েলের বিভিন্ন অবৈধ বসতি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। ওই হামলার পরপরই গাজায় ব্যাপক হামলা চালানো শুরু করে ইসরায়েলি সেনারা।

তাদের হামলায় এখন পর্যন্ত ৩০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো প্রায় ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের হামলায় বর্তমানে গাজার ৮৫ শতাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন। এছাড়া খাদ্য সংকটেও পড়েছেন তারা। প্রয়োজনীয় খাবার না পাওয়ায় গাছের পাতা, পশুপাখির খাবার এমনকি ঘোড়া জবাই করে খাচ্ছেন তারা। গত মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ইসরায়েলকে নির্দেশ দেয়, গাজায় যেন কোনো ধরনের যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গাজায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছতে দেওয়ার ব্যাপারেও নির্দেশনা দিয়েছিলেন আদালতের বিচারকরা।

তুরস্কে মোসাদের ৭ গুপ্তচর আটক

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের কাছে তথ্য সরবরাহের অভিযোগে সাতজনকে আটক করেছে তুরস্কের পুলিশ। মঙ্গলবার ইস্তাম্বুলে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নেয়া হয়। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়ারলিকায়া এক এক্সবার্তায় এই তথ্য জানিয়েছেন। তুরস্কে এই ধরনের গ্রেফতার অভিযানের সর্বশেষ সংযোজন এটি। ইয়ারলিকায়া বলেন, আটক ব্যক্তিরা তুরস্কের ব্যক্তি ও কোম্পানির তথ্য সংগ্রহ করে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সরবরাহ করছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অভিযানগুলো ছিল তুরস্কের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এমআইটি) সাথে যৌথ অভিযান। তিনি আরো বলেন, 'আমরা কখনো আমাদের দেশের সীমানার মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তির তৎপরতা চালাতে দেব না। আমরা একে একে তাদের ধরব এবং বিচারের আওতায় আনব। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, পুলিশ ইস্তাম্বুলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বন্দুক, মাদক এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো জব্দ করছে। কোন চার্জ জারি করা হয়েছে কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি এবং কর্তৃপক্ষ কোনো অতিরিক্ত তথ্যও দেয়নি। ইসরাইল তাৎক্ষণিকভাবে অভিযানের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পোল্যান্ডেজড়ো হচ্ছে ২০ হাজারেরও বেশি ন্যাটো সেনা

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধরত ইউক্রেনে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সেনা পাঠানো নিয়ে রীতিমতো বিশ্বে একটি পরমাণু যুদ্ধের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে পশ্চিমাদের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের চলছে বাগ্‌যুদ্ধ। এমন অবস্থায় পুতিনের হুমকিকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করছে ন্যাটো। তবে সেটা সরাসরি ইউক্রেনে না হলেও পাঠানো হচ্ছে প্রতিবেশী পোল্যান্ডে।

শত শত ট্যাংক আর যুদ্ধযান নিয়ে পোল্যান্ডের পথে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটটির ২০ হাজারের বেশি সেনা। যুদ্ধের এমন কোনো সরঞ্জাম নেই যা তাদের এই বহরে দেখা যায়নি। অত্যাধুনিক ট্যাংক থেকে শুরু করে জলযান, ক্ষেপণাস্ত্র সবই আছে এই বহরে। যার একটি ফিল্মি দৃশ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় কতটা সুসজ্জিত হয়ে তারা মাঠে নেমেছে। অবশ্য ন্যাটো বলছে, রাশিয়াকে কোনো হুমকি বা ভয় দেখাতে নয়, নিয়মিত মহড়ার অংশ হিসেবে ৯ দেশের ২০ হাজার সেনা পোল্যান্ডে হাজির হচ্ছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, ইউক্রেনে ন্যাটো সেনা মোতায়েন নিয়ে যখন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছে তখন কেন এই মহড়ার আয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিমান বিধ্বস্ত, সব যাত্রীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য টেনেসিতে এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় বিমানটির সকল যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার (৪ মার্চ) স্থানীয় সময় রাতে অঙ্গরাজ্যটির রাজধানী ন্যাশভিল শহরের আন্তঃরাজ্য মহাসড়ক ৪০ এর পাশের জমিতে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। বিমানটিতে পাঁচজন আরোহী ছিলেন- তাদের সবার মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, একদিকে কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার পর বিমানটিতে বিস্ফোরণ ঘটে ও আগুন ধরে যায়। এ সময় মহাসড়কটির একটি অংশে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৭ মি.

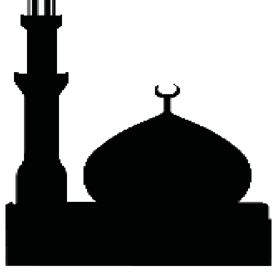

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৩	৫.৫৩
যোহর	১১.৫৩	
আসর	৪.০৩	
মাগরিব	৫.৪৭	
এশা	৬.৫৬	
তাহাজ্জুদ	১১.১০	

মেক্সিকোতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র কুইন্টানা রু রাজ্যে একটি যাত্রীবাহী ভ্যান ও একটি পণ্যবাহী ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে ৯ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৬ জন। তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সময় সোমবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ওই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা গেছে, নিহত ৯ জনের মধ্যে তিনজনই শিশু।

গাজার পরিস্থিতি 'একেবারেই অগ্রহণযোগ্য': ব্লিঙ্কেন

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, গাজা উপত্যকার বর্তমান পরিস্থিতি 'একেবারেই অগ্রহণযোগ্য'। ইসরায়েলকে অবশ্যই যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে সহায়তা পৌঁছানোর জন্য সম্ভাব্য প্রতিটি উপায় এবং সম্ভাব্য প্রতিটি পদ্ধতি সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। ওয়াশিংটনে কাতারের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসিম আল থানির সঙ্গে ষষ্ঠ কাতার-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত সংলাপের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। ব্লিঙ্কেন বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণকে আরও ত্রাণ সরবরাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্র 'প্রতিদিনই চাপ দেবে'।

লোহিত সাগরে জাহাজ লক্ষ্য করে ইয়েমেনে হুতিদের অব্যাহত হামলার নিন্দা জানিয়ে ব্লিঙ্কেন এ অঞ্চলের পরিবেশ ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন।

শেখ জসিম বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি পেতে, সব বন্দীকে ফেরাতে এবং এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি অর্জনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করবে কাতার।

এক বছরে ৮৩৪ জনকে ফাঁসি দিল ইরান

আপনজন ডেস্ক: মধ্য প্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ ইরানে গত বছর বিভিন্ন অপরাধের দায়ে কমপক্ষে ৮৩৪ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই সংখ্যা গত আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং দুই দশকের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ইরানি মানবাধিকার সংগঠনের প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

দেশটিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে নরওয়েভিত্তিক ইরান হিউম্যান রাইটস (আইএইচআর) এবং প্যারিসভিত্তিক টুগেদার অ্যাগেইনস্ট দ্য ডেথ পেনাল্টি (ইসিপিএম)। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর ইরানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পরিমাণ ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে পুলিশি হেফাজতে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনির মৃত্যুর প্রতিবাদে হওয়া বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় ফাঁসি দেওয়ার সংখ্যা এত বেড়েছে। ২০২২ সালের বিক্ষোভ চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গত বছর অন্যান্য অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হারও বেড়েছে। ২০২৩ সালের মোট মৃত্যুদণ্ডের অর্ধেক মাদকসংক্রান্ত মামলায় দেওয়া হয়েছে। ওই বছর ইরানে ৪৭১ জনকে এই ধরনের অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতি: জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্টের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন মানাঙ্গাগওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তার বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে দাবি মার্কিন কর্তৃপক্ষের।

প্রেসিডেন্ট এমারসন মানাঙ্গাগওয়ার পাশাপাশি জিম্বাবুয়ের আরো ১০ ব্যক্তি এবং তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আমেরিকা। নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্তদের তালিকায় ফার্স্ট লেডি অক্সিলিয়া মানাঙ্গাগওয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট কনস্টান্টিনো চিওয়েঙ্গা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওপাহ মুচিঙ্গুরিও রয়েছেন। এছাড়া প্রেসিডেন্ট এমারসন মানাঙ্গাগওয়ার উপদেষ্টা কুদাকওয়াশে ট্যাগওয়াইরি, তার স্ত্রী এবং তাদের দুটি ব্যবসার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। জিম্বাবুয়ের জাতীয় পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন (সিআইও)-এর সদস্যসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদেরও এই নিষেধাজ্ঞায় টার্গেট করা হয়েছে। এছাড়া ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রীয় দুর্নীতিতে সহায়তা করেছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে। বিবিসি ও রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার এই আদেশ জিম্বাবুয়ের শীর্ষ নেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা, ২২ ফাল্গুন ১৪৩০, ২৪ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

পরিপূরক

একটি প্রবাদ আছে, পৃথিবী হইতে অমঙ্গলকে উড়াইয়া দিয়ো না, উহা মঙ্গল-সমেত উড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল পরস্পরের সহিত একাকার হইয়া মিশিয়া থাকে। সত্তর-আশির দশকের একটি কার্টুন সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল—ইয়া লম্বা মোটাতাজা এক ধনকুবের তাহার বিশাল বপু লইয়া মুরগির বড় ঠ্যাং গোগ্রাসে খাইতেছেন। তাহার চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে সদ্য খাওয়া হাড়ের টুকরা। আর ঠিক ঐ ধনকুবেরের পায়ের সন্নিকটে অপুষ্টিতে ভোগা লিলিপুটের ন্যায় ছোট্ট একটি ভুখা-নাঙ্গা গরিব ব্যক্তি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আহা! এই হইল ধনী-গরিবের সরলীকরণ চিত্র। ইহার অন্তর্গত পরিপূরক বিষয়টি বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা সম্প্রতি প্রকাশিত অক্সফামের একটি সম্পূরক প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

অক্সফামের 'সারভাইভ্যাল অব দ্য রিচেস্ট' প্রতিবেদনের আলোকে গত সোমবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে বলা হয়—বিশ্বে চরম ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ইহার পাশাপাশি ক্রমাগত বাড়িতেছে। ১০ বছরে বিশ্বে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, গত দুই বছরে নূতন অর্জিত ৪২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদের মধ্যে ২৬ ট্রিলিয়ন (৬৩ শতাংশ) ১ শতাংশ ধনীর হাতে এবং ১৬ ট্রিলিয়ন (৩৭ শতাংশ) অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া কোটিপতিদের আয় প্রতিদিন গড়ে ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করিয়া বাড়িতেছে। অপর দিকে বিশ্বের জনসংখ্যার নিচের দিকে থাকা ৯৯ শতাংশ মানুষ যাহা পাইয়াছে, ইহার প্রায় দ্বিগুণ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর পকেটে ঢুকিয়াছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একই সময়ে বিভিন্ন দেশের ১৭০ কোটি শ্রমিক চরম মুদ্রাস্ফীতির শিকার এবং ৮২ কোটি মানুষ অনাহারে দিন কাটাইতেছেন। অক্সফাম জানাইতেছে যে, গড়ে বিশ্বের ৬৩ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর হাতে থাকিলেও ভারতে এই হার ৪১ শতাংশ। যদিও অক্সফাম ইন্ডিয়ার সিইও জানাইয়াছেন, ভারতের দরিদ্র মানুষ আর্থিক বৈষম্যের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর হাতে রহিয়াছে বলিয়া অন্য একটি প্রতিবেদনে উঠিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর নিট আয় বৃদ্ধি পায় নাই। ২০২০ সালে তাহাদের হাতে থাকা সম্পদের পরিমাণ মোট জাতীয় সম্পদের ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০২১ সালেও যাহা একই ছিল। এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছিল প্যারিস স্কুল অব ইকোনমিকসের বৈশ্বিক অসমতা প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশের শীর্ষ ধনীদের সম্পদ ও আয়ের অনুপাত কিছুটা কমিয়াছে। আবার একই সময়ে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় সাড়ে সাত গুণ।

ধনী-দরিদ্রের এই বৈষম্যের বিষয়টি বিশ্বের সবচাইতে জটিল সমস্যা। বলা যায়, ইহার জন্য বিশ্ব একসময় ভাগ হইয়া গিয়াছিল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদে। উহার রেশ এখনো সম্পূর্ণ ফুরায় নাই। এরর অ্যান্ড চেকের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রমশ মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীর তিন ভাগ পানি যদি প্রশান্ত মহাসাগরের সুগভীর খাদ 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ'-এ আরও প্রশস্ত হইয়া সেইখানে আটকাইয়া থাকিত, তাহা হইলে বাকি পৃথিবীর বৃহৎ অংশ মরুভূমি হইয়া যাইত। অর্থাৎ চরম বৈষম্য বা কনট্রাস্ট কখনো ভালো কিছু নহে; কিন্তু ধনী মাত্রই তো 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ' নহে। বরং বিশ্বের অধিকাংশ ধনীরাই বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ধনীরা যে চিরকাল মুনাফাই করেন তাহা নহে, তাহাদের চৌকশ কর্মীদের মাধ্যমেই ব্যবসা প্রসারিত করেন, আবার ভুল ব্যবস্থাপনা বা দুর্বল কর্মীদের মাধ্যমে ক্ষতিরও শিকার হন। বলা যায়, তাহারা পরিপূরক। মনে রাখিতে হইবে, মহান সৃষ্টিকর্তা ব্যবসাকে হালাল করিয়াছেন। সুতরাং সকল কিছু সাদা চোখে সরলীকরণ করিলে নেপথ্যের ইতিবাচক সত্যও চাপা পড়িয়া যায়।

• • • • • • • • • • • •

বিশেষ সাক্ষাৎকারে মহম্মদ সেলিম

পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা বিজেপির খেলা ধরতে পারছে

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী) বা সিপিআই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার রাজ্য সম্পাদক হিসেবে ২০২২ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন মহম্মদ সেলিম। দলটির পলিটব্যুরোরও সদস্য তিনি। দুবার লোকসভার সদস্য ছিলেন। তার আগে রাজ্যসভার সদস্য এবং মাঝে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন লেখক-গবেষক **আলতাফ পারভেজ ও অর্ক ভাদুড়ি**।

প্রশ্ন: লোকসভা নির্বাচন আসছে। অনেকের অনুমান বিজেপি বড় ব্যবধানে জিতবে। নরেন্দ্র মোদি আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। আপনাদের অনুমান কী?

মহম্মদ সেলিম: চারদিকে কিছু 'অনুমান' ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আরএসএসের জনসংযোগ কাজ। শোর তোলা হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদি আরেকবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। যেন তিনি অবতাররূপে হাজির হচ্ছেন। বিশ্বজুড়ে এখন নির্বাচনী প্রচারণা দেশের পাশাপাশি দেশের বাইরেও করতে হয়। সে কারণে বাংলাদেশেও হয়তো আপনাদের সে রকম অনুমান। চাইছি নির্বাচনটা ধর্ম ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে নয়, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রশ্নে হোক।

প্রশ্ন: ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ও আরএসএস উভয়ে পুরনো দল। আরএসএসের ব্যাপক বিকাশ ঘটল; আপনাদের ধারার সেভাবে ঘটল না। দুই রকম অবস্থার ব্যাখ্যা কী?

মহম্মদ সেলিম: এ রকম তুলনা করা ঠিক নয়। দুটি দুই মেরুর রাজনীতি। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলাদা। পরিচালিতও হয় আলাদাভাবে। জন্মকালে কমিউনিস্টদের প্রয়াস ছিল স্বাধীনতা। আরএসএসের কাজ ছিল দেশে মুসলমানদের বিরোধিতা। কমিউনিস্ট পার্টি বহুবার নিষিদ্ধ হলো। নেতারা জেলে গেলেন। বহু ষড়যন্ত্র মামলা হলো। আরএসএস ইংরেজ শক্তিকে মদদ দিয়ে গেল। তারা নিষিদ্ধও হয়নি। নানান খোলসে তারা বিভাজনের রাজনীতি করেছে। মুসলিম লিগও সেটা করেছে। আমরা জাতপাতের এরকম বিভাজনে নেই। আরএসএসের বিকাশের একটা কারণ গোটা বিশ্বে দক্ষিণপন্থার উত্থান ঘটছে। তারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোরও মদদ পাচ্ছে। করপোরেট শক্তিগুলোও তাদের পাশে। করপোরেটদের সঙ্গে কমিউনালদের জোট এখন। এরা হিংসা ও কুসংস্কারের চাষবাস করে। এ কাজে প্রযুক্তিকেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারছে তারা। একটা দক্ষিণপন্থী মনস্তত্ত্ব তারা তৈরি করে নিতে পারছে রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সব জায়গায়। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা হেরেছি, কিন্তু হারিয়ে যাইনি। লড়াই চলছে।

প্রশ্ন: আপনারা একসময় তিন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন। সেই অবস্থা থেকে আজকে এ রকম হলো কেন?

মহম্মদ সেলিম: আমাদের অবক্ষয় ঘটেছে, এটা মানছি না। আমরা দুর্বল হয়েছি। বিপর্যয়ে পড়েছি। সোভিয়েত রাশিয়াসহ আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও বিপর্যয় ঘটেছিল। কিন্তু আমরা আন্দোলনে আছি। তিনটি রাজ্যে আমরা নির্বাচনে জিতেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তো ছিলাম না। অবস্থাটা এমন ছিল দেশি-বিদেশি বহু শক্তি একজোট হয়ে বামপন্থীদের তাড়াতে চাইছিল। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা কিন্তু বিজেপিকে পেছনে ফেলে এগোতে পেরেছি পশ্চিমবঙ্গে।

প্রশ্ন: আপনাদের দলে তরুণ নেতৃত্বের ঘাটতি কি বিকাশের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা?

মহম্মদ সেলিম: পশ্চিমবঙ্গে এখন তরুণেরাই বামপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দলগুলোর মধ্যে কেবল সিপিআই (এম) নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্বে গ্রহণ করে নিয়েছে। অন্যদের দেখুন, নির্বাচন এলে তারা হয় অন্য দল থেকে বাগিয়ে নিয়ে অথবা বিনোদনজগতের লোক ডেকে এনে ভোটে দাঁড় করায়।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও মুসলমানরা পিছিয়ে পড়া বর্গ। আদিবাসীরাও তা-ই। আপনাদের সঙ্গে এই তিন জনগোষ্ঠীর নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা। দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের ভোট পাচ্ছে অন্য দল। এটা কেন ঘটছে?

মহম্মদ সেলিম: আপনাদের কথার এই অংশটুকু ঠিক—আদিবাসী তফসিলিদের ভোট আগে বামদের দিকে ছিল। মুসলমান ভোট আগেও বিভক্ত ছিল, এখনো তা-ই। মুসলমানদের একটা অংশ আগে কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। এখনো সে রকম কিছু আছে। সব মুসলমান ভোট ধর্মের বিবেচনা থেকে অন্য কোনো দলে চলে গেছে, তা নয়। এখানে হিন্দু ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে যেমন হিন্দুত্ববাদ এল, মুসলমান ভোটারদের আমাদের থেকে সরাতে আনা হলো 'পলিটিক্যাল ইসলাম'। দুই দিকের ধর্মগুরুদের নিয়ে আসা হয়েছিল এ কাজে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লিগের যেটুকু অবশেষ ছিল, তারাও তৃণমূলে যুক্ত হয়ে গেল। মুসলমানদের ভেতর একটা কমিউনিস্টবিরোধী সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছিল। এখন আবার মুসলমান ভোটের বড় অংশ তৃণমূলকে পছন্দ করছে না বলেই আমাদের ধারণা। অন্তত বাংলাভাষী মুসলমানরা তৃণমূল ও বিজেপির খেলা ধরতে পারছে।

প্রশ্ন: আপনাদের অনেক প্রতিপক্ষ বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে যে ২০২২ সালে সিপিআই (এম) রাজ্য সম্পাদক করল, সেটা মুসলমানদের মধ্যে এই দলের প্রতি আস্থা ফেরাতে?

মহম্মদ সেলিম: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এমন নয়, কোনো মুসলমান কোনো দলের নেতা হলেই তারা মুসলমানদের ভোট পাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারণে সব 'ব্যানার্জি'দের ভোট কি তৃণমূল পায়? সিপিআই (এম)-এ মুসলমান নেতা আমিই প্রথম নই এবং এখনো একমাত্র নই। কাকাবাবু মোজাফ্‌ফর আহমদ তো আপনাদের ওই সন্দ্বীপ থেকে এসে এখানে এই পার্টি গড়েছেন। আমি সিপিআই (এম)-এর পলিটব্যুরোর সদস্য বহু আগে থেকে। জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে আছি বহুকাল। দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক হয়েছি অনেক পরে।

প্রশ্ন: এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ও কেন্দ্রে কাদের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করতে চলেছেন আপনারা?

মহম্মদ সেলিম: বিজেপি ও তৃণমূলবিরোধী সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাইছি আমরা। বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে চাই।

প্রশ্ন: আপনারা সব সময় বলেছেন পুঁজিতন্ত্র সংকটে আছে। কিন্তু ভারতে ও বৈশ্বিক স্তরেও পুঁজিতন্ত্র বিকশিতই হচ্ছে!

মহম্মদ সেলিম: এ হলো আপনাদের দেখার সমস্যা। বড় পুঁজিপতিরা নিশ্চয়ই সংকটে নেই। কিন্তু নিচুতলার মানুষ, এমনকি ছোট পুঁজির ব্যবসায়ীরাও সংকটে আছে। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের বড় শক্তিগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা দিক কাজে লাগিয়ে এই ব্যবস্থার সংকটের দিকটা অন্যদের দিকে চালান করে দিচ্ছে। সে কারণে তাদের মুনাফা কমছে না হয়তো, কিন্তু অন্যদের সংকট ঘিরে ধরছে।

প্রশ্ন: এ রকম একটা মত আছে এবং আমরাও তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-বিরোধিতা থেকে আপনাদের অনেক ভোট বিজেপি শিবির পেয়েছিল। আপনি কি এ মত মানবেন?

মহম্মদ সেলিম: ওপরে ওপরে অনেক সময় মনে হতে পারে বামপন্থীদের ভোট বিজেপি পেয়েছে। ভোট স্থানান্তর ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা কেবল বামপন্থীদের থেকে বিজেপিতে গেছে, এমন নয়। আমাদের ভোটের একাংশ হয়তো বিজেপিতে গেছে, খানিকটা তৃণমূলেও গেছে। আবার তৃণমূলের একটা অংশের ভোটও বিজেপি পেয়েছে। ভোট স্থানান্তর যেমন হয়, নেতা স্থানান্তরও হয়। পশ্চিমবঙ্গের যিনি বিজেপির নেতা, তিনি তো তৃণমূলের বিরাট নেতা ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ধরন বদলে গেছে। ভাসমান ভোট তৈরি হয়েছে বিরাট পরিমাণে। এর সঙ্গে বিভাজনের রাজনীতি আছে। তৃণমূলের ব্যাপক সন্ত্রাস বামপন্থীদের দুর্বল করে বিজেপির উত্থানে ভূমিকা রেখেছে। তৃণমূলকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমাজের বাম-কাঠামোটা ভাঙা হয়েছে।

প্রশ্ন: অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলছেন, ভারতজুড়ে বিজেপি এবার চার শর কাছাকাছি আসন পেয়ে যেতে পারে। তখন হয়তো তারা দেশটিকে সাংবিধানিকভাবে ধর্মরাষ্ট্রও করে ফেলতে পারে। এ রকম কি হতে পারে?

মহম্মদ সেলিম: সে রকম হলে হয়তো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে মৌলবাদী শক্তিগুলোর সুবিধা হবে। আমি বলব, আপনাদের সংবাদসূত্র একপেশে। আপনি যে অনুমানের কথা বললেন, সেটা এককথায় নাকচ করছি। যদি বিজেপি এভাবে বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতো তাহলে অন্য দলগুলো ভাঙাভাঙিতে, বিভিন্ন দলের নেতাদের নিজেদের দিকে নিয়ে আসাতে এত কিছু করছে কেন? তাদের আবার রামমন্দিরের রাজনীতিতে নামতে হলো কেন? বিজেপির প্রতি ভোটারদের যদি এত আস্থা থাকত, তাহলে পাঞ্জাবের কৃষকেরা আবার রাস্তায় নামল কেন?

প্রশ্ন: জাতীয় পর্যায়ে আপনারা অনেক সময়ই কংগ্রেসের মিত্র ছিলেন। অনেক জায়গায় এখনো আছেন। হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবেন। নির্বাচনে তারাও ভালো করছে না। প্রধান বিরোধী দলের এ রকম করুণ দশার কারণ কী বলে মনে করছেন?

মহম্মদ সেলিম: কংগ্রেস একটা মধ্যপন্থী শক্তি। দক্ষিণ পন্থার উত্থানে বামপন্থীদের পাশাপাশি মধ্যপন্থীরাও বিভক্ত হয়েছিল। মধ্যপন্থীদের একাংশ ডান দিকে চলতে শুরু করেছিল। ভারতের মধ্য-বাম চরিত্র ফিরিয়ে আনা জরুরি। আপাতত এটা প্রয়োজন। কংগ্রেস বামপন্থীদের কিছু কিছু ইস্যু নিয়েও কথা বলে। তারা 'ভারত জোড়ো যাত্রা' করছে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হচ্ছে। কংগ্রেস তার যে সামাজিক ভিত্তিটা হারিয়ে ফেলেছিল, যেটা থেকে তারা বিগত সময়ে সরে গিয়েছিল, সেটা আবার পুনর্গঠন করতে নেমেছে মনে হচ্ছে।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে সমাজে এবং ভারতের অন্যত্রও রাজনীতির পাশাপাশি সমাজজীবনে হিন্দুত্ববাদের প্রবল প্রতাপ দেখছি আমরা। এ অবস্থাটা কীভাবে তৈরি হলো?

মহম্মদ সেলিম: এটা তো এক দিনে হয়নি। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর ভেতর আরএসএস বহু দিন ধরে কাজ করছে। তাদের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি ছিল। এর পেছনে বড় পুঁজি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তিরও মদদ ছিল। বিজেপি যখন ক্ষমতায় এল তখন ওই পুঁজি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় এ অবস্থাটা তৈরি হলো।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দিকে এ রাজ্য ভেঙে আরও রাজ্য গড়ার দাবি আছে। এ বিষয়ে সিপিআই (এম)-এর অবস্থান কী? আঞ্চলিক এসব আন্দোলন জনপ্রিয়তাও পেয়েছে।

মহম্মদ সেলিম: আমরা রাজ্য বিভাজনের বিরুদ্ধে। এসব আন্দোলনের পেছনে বিজেপির রাজনীতি রয়েছে। তারা ভারতকে এককেন্দ্রিক একটা রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়। সে জন্য রাজ্যগুলোকে দুর্বল করা দরকার। ভেঙে ভেঙে সেটা করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে তারা জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখকে ভেঙেছে। এখানে দার্জিলিংয়ে গোর্খাল্যান্ডের আওয়াজ তোলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গও তারা আলাদা করতে চায়। আমরা ভারতজুড়ে রাজ্যগুলোর পুনর্গঠন চাই বটে, কিন্তু সেটা ভারতকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার জায়গা থেকে নয়। ওরা আসলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে অধিকার দেওয়ার কথা বলে জাতীয়ভাবে এক দল, এক নেতা, এক ধর্ম—এ রকম একটা বিষয় চাইছে।

প্রশ্ন: আপনি নিশ্চয়ই জানেন, তিস্তার জল নিয়ে কী হচ্ছে। আপনারা কি এ বিষয়ে কিছু সহযোগিতা করবেন?

মহম্মদ সেলিম: কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে বাংলাদেশের এখনকার সরকারের বেশ সুসম্পর্ক আছে বলে জানি। তারা তিস্তার পানি দিল না কেন? আমরা যেটা মনে করি, এ বিষয়ে রাজ্যের তেমন কিছু করার নেই। এটা ভারত সরকারের বিষয়। বিশ্বজুড়ে সভ্য প্রতিবেশীরা তো পানি ভাগ করে নিতে পারে। আমি আগেও বলেছি, বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চাইলে তিস্তার পানিতে সেখানকার ধানচাষিদের পাওনা দিতে হবে। তিস্তার জলে বাংলাদেশের মানুষের নিশ্চয়ই অধিকার আছে।

প্রশ্ন: সম্প্রতি আমরা দেখছি, মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের টানাপোড়েন চলছে। ভারতের সঙ্গে আশপাশের দেশগুলোর এ রকম হচ্ছে কেন?

মহম্মদ সেলিম: প্রশ্ন হলো, আমাদের সরকার এমন কী করল যে সেখানে ভারতবিরোধী অবস্থা তৈরি হলো? আমরা বিশ্বনেতা হতে চাইছি অথচ আঞ্চলিক নেতাও কেন হতে পারছি না? কেবল মালদ্বীপ নয়, অনেক প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে। ভারতের বিদেশনীতিতে জনগণের স্বার্থ কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে, সে প্রশ্ন গভীরভাবে আছে। গোটা বিশ্বে আঞ্চলিক নানান ফোরাম থাকে। এখানে জেদাজেদি করে সার্ক উঠিয়ে দেওয়া হলো। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আলোচনার ফোরাম থাকল না।

প্রশ্ন: আপনারা একসময় টানা সাড়ে তিন দশক সরকারে ছিলেন। অথচ এখন বিধানসভায় শূন্য। আদৌ কি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার ভবিষ্যৎ নিরাপদ?

মহম্মদ সেলিম: নির্বাচনী পাটিগণিতে বামপন্থী রাজনীতিকে মাপা যাবে না। গত ৭ জানুয়ারি কেবল সিপিআই (এম)-এর যুব সংগঠন একক শক্তিতে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ করল। যুব সংগঠনের একক উদ্যোগ ছিল এটা। আমরা বিধানসভায় শূন্য হলেও পশ্চিমবঙ্গে আমাদের শিকড় অনেক গভীরে।

(সৌজন্যে: প্রথম আলো)

নিকোলাস ক্রিস্টফ

ইসরায়েল, গাজা এবং পশ্চিমাদের দ্বিচারিতা

ইসরায়েলের ব্যাপারে পশ্চিমারা কি দ্বিচারিতা করছে? ইসরায়েল যা করে, তারই কঠোর সমালোচক তারা? গাজাকে রক্তে ভাসিয়ে দেওয়ার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত সপ্তাহে 'ফেস দ্য নেশন' নামের একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন। তিনি বলেন, '৭ অক্টোবরের মতো হামলা যুক্তরাষ্ট্রে ঘটলে তারা কী করত? ইসরায়েল যা করছে, তা-ই নয় কি? হয়তো তার চেয়েও ভয়াবহ কিছু ঘটতে দেখতাম আমরা।' জেরুজালেম পোস্ট-এ র‍্যাবাই মারভিন হিয়া ইসরায়েলি বোমা হামলার বিরোধিতাকারীদের একহাত নিয়েছেন। তাঁর মতে, এই আচরণ অন্যায্য এবং দ্বিচারী। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও জাপানের বোমা হামলায় অগণিত বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি গাজার যুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের নাকি বিচলিত করে না।

ওয়ার্ল্ড জিউইশ কংগ্রেস বলেছে, ইসরায়েলের আত্মরক্ষামূলক অভিযানের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হওয়া, কিন্তু পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর একই ধরনের অভিযানের ব্যাপারে নীরব থাকা হলো অ্যান্টি-সেমিটিজম বা ইহুদিবিদ্বেষ।

এসব আলোচনা একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যা, যুক্তিগ্রাহ্য আবার অযৌক্তিকও। কেন এসব যুক্তিকে আমার অসাড় মনে হয়, সে ব্যাপারে পরে আসছি। তবে এ কথা সত্য, ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলিদের নির্যাতন নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনা ও তর্কবিতর্ক, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ডগুলো নিয়ে ঠিক অত আলোচনা হচ্ছে না। ইসরায়েলপন্থী একটি সংস্থা জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলের সমালোচনামূলক ১৫টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, আর বিশ্বের বাকি দেশগুলোর বিরুদ্ধে ওই একই সময়ে উত্থাপিত হয় ৭০টি প্রস্তাব। বিশ্ববাসীর চোখ এখন গাজায় স্থির, কিন্তু সুদানের শিশুদের কথা সেভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। যদিও ইউনিসেফ বলছে, সুদানি শিশুরা ধারাবাহিক নির্যাতনের শিকার। এই সময়ে যত শিশু (৩০ লাখ) বাস্তুচ্যুত হয়েছে, তা গাজার মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে গাজায় বোমা হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। কিন্তু সুদানে গত এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের কারণে

মারাত্মক অপুষ্টির শিকার সাত লাখ শিশুর কথা অনেকেই ভুলে বসে আছেন। সিনেটর বার্নি স্যানডার্স বলছিলেন, 'ইউক্রেনে বেসামরিক জনতার ওপর রাশিয়ার বোমা হামলার নিন্দা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নেতানিয়াহুর যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে অব্যাহতভাবে তহবিল জুগিয়ে যাচ্ছে?'

দুই দশক আগে সুদানের দারফুরে যে গণহত্যার ঘটনা ঘটে, সেটিকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম গণহত্যা বলে ধরা হয়। এখন এক দল অস্ত্রধারী আবারও হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে। গ্রামে গ্রামে ঢুকে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নারীদের ধর্ষণ করছে। গণহত্যার সময় আমি দারফুর থেকে গণহত্যা নিয়ে লিখেছি। আমার ধারণা, সুদানের চলমান গণহত্যাকে বিশ্ব একরকম অগ্রাহ্যই করছে। তা ছাড়া আরব শাসকদের কেউ কেউ সিরিয়া ও ইয়েমেনে আরবদের ওপর মারাত্মক নির্যাতন চালিয়েছেন কয়েক বছর ধরে।

তাহলে কি সত্যিই বিশ্ব একচোখা হয়ে যাচ্ছে? অবশ্যই। ইসরায়েলের সমর্থকেরা এসব যুক্তি দেখাতেই পারেন। তা ছাড়া কখনো কখনো যে ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা ঘটছে না, তা-ও নয়। এখন চলুন মুদ্রার ওপিঠটা দেখে আসি। অন্যায্য ও বিদ্বেষের যত উদাহরণই হাজির করা হোক না কেন, কোনোভাবেই গাজার হাজার হাজার শিশু হত্যাকে যৌক্তিক বলার সুযোগ নেই। আপনাদের এই যুক্তির সঙ্গে রাশিয়া যে যুক্তি দেখায়, তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ওই যে রাশিয়া বলছে, 'আপনারা কীভাবে ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন, যখন নিজেরা ইরাক দখল করে সেখানকার মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছেন?' হ্যাঁ। এ কথা সত্যি, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আন্দোলনে পক্ষপাতিত্ব দেখা গেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সবাই পক্ষপাত দেখিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি হামলার সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা এসেছে জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো থেকে। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোরই হাজারো কর্মী সুদান, ইথিওপিয়া ও অন্যান্য দেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। গাজায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার কারণ আছে। এটা শুধু বিপন্ন ও বেদনার্ত অনেকগুলো অঞ্চলের মধ্যে একটি অঞ্চল নয়। ইউনিসেফ বলছে, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মধ্যে গাজা এখন শিশুদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। ইউক্রেনে রাশিয়ার ১৮ মাসব্যাপী অভিযানে ৫৪৫ শিশু নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের হিসাবে, ২০২২ সালে সারা বিশ্বে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেসব যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ২ হাজার ৯৮৫ জন। এর বিপরীতে গাজায় ইসরায়েলের পাঁচ মাসের কম সময় ধরে চলা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ১২ হাজার ৫০০ শিশু। এই শিশুদের মধ্যে ২৫০ জনের বয়স এক বছরের কম। আমি বিশ্বের এমন কোনো সংঘাতের কথা মনে করতে পারি না, যেখানে এমন অস্বাভাবিক দ্রুততায় এত শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। মানছি, ৭ অক্টোবরের হামলার সামরিক জবাব দেওয়ার অধিকার ইসরায়েলের আছে। অবশ্যই হামাস নেতাদের উচিত জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া। তার অর্থ এই নয় যে ইসরায়েল উপর্যুপরি বোমা হামলা চালিয়ে যেতে পারে। খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। ইসরায়েলি আক্রমণকে সমর্থন ও জাতিসংঘে তাদের কূটনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ায় এই রক্ত এখন আমাদের হাতেও। অবশ্যই ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

হ্যাঁ। দ্বিচারিতার আরও উদাহরণ আছে। আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য রাশিয়া, চীন, ভেনেজুয়েলাকে নিন্দা জানাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজেই যেখানে ইসরায়েলের হামলাকে বাড়াবাড়ি বলছেন, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অব্যাহতভাবে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এটা তো স্পষ্ট দ্বিচারিতা। সিনেটর বার্নি স্যানডার্স বলছিলেন, 'ইউক্রেনে বেসামরিক জনতার ওপর রাশিয়ার বোমা হামলার নিন্দা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নেতানিয়াহুর যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে অব্যাহতভাবে তহবিল জুগিয়ে যাচ্ছে?'

আমি বলি কি, দ্বিচারিতা নিয়ে সত্যিই কথা তোলা দরকার। আমরা তো দেখেছি, ইসরায়েলকে হরদম নিন্দা করেও সুরক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু এই বিশ্বে আমরা মানবতার স্বার্থে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিচারিতা, ভণ্ডামি মানুষের চরিত্রের একটা দিক। কিন্তু কোনো যুক্তিতেই গাজায় শিশু হত্যা এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের হাত থাকা নিয়ে প্রশ্ন না তোলার অবকাশই নেই।

নিকোলাস ক্রিস্টফ দ্য টাইমস-এর সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। চীন ও দারফুর গণহত্যা নিয়ে প্রতিবেদন করে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

বাঁকা নদীকে বাঁচানোর পথের সন্ধানে নামল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে বাঁকা নদীর পুনর্জীবনের লক্ষ্যে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি পঃবঃবিজ্ঞান মঞ্চে'র একটি টিম গিয়েছিল বাঁকার উৎস সন্ধানে। জি টি রোডে পারাজ মোড় থেকে দক্ষিণে গলসী ১নং ব্লকের লোয়া-রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর-আটপাড়া ব্রীজ পার হয়েই ডাইনে লোয়া-সন্তোষপুর গ্রামের অভিমুখে,যেখানে ১৯৩২ সালে অ্যান্ডারসন সাহেবের আমলে তৈরি(কথিত) বর্ষাকালে ভরা বাঁকার জল প্রবাহিত হবার জন্য আনুমানিক ২০ফুট উচ্চতা যুক্ত পাঁচ মুখো আর্চ সেতু'র(স্থানীয় নাম দরুনে পুল)নীচে থেকে শুরু হয় অভিযান। এই সেতুর উপর দিয়ে বয়ে গেছে রন্ডিয়া থেকে আগত পুরাতন ডি এম সি (দামোদর মেন ক্যানেল)।
বাঁকা নদী পুষ্ট হয় বৃষ্টির জল এবং ডিভিসি ক্যানেলের জল থেকে। ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য নিকটবর্তী জমির মালিকেরা এই শীর্ণ জলধারা ভরাটে সচেষ্ট। এখন যদি দু'পাড় বাঁধিয়ে দেওয়া হয় তাহলে জলের গতি ও পরিমাণ বাড়বে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে। বাঁকা বাঁচানোর জন্য গতবছরে পঃবঃবিজ্ঞান মঞ্চে'র উদ্যোগে টাউন হল কনভেনশনে উপস্থিত থেকে বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং পঃবঃবিজ্ঞান মঞ্চে'র এই অভিযানের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। এই অভিযানে ছিলেন ছিলেন ডঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,ডঃ বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত,দেবদুলাল রায়, নন্দকিশোর সাউ , সেলিম মন্ডল এবং বাঁকা বাঁচানোর জন্য স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাতা শুভেচ্ছা সেনগুপ্ত।

বেস আন-নূর স্কুলে মজার বিজ্ঞান কর্মশালা

সোহেল ইকবাল ● বুনিয়াদপুর

আপনজন: হাতে কলমে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে কত মজার এবং আনন্দের, সত্যিই আজ আমরা তা সামনাসামনি দেখতে পেলাম। আমাদের পড়ার উৎসাহ বেড়ে গেল কয়েক গুণ। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে এরকমই কথা শোনা গেল দুদিনের কর্মশালার প্রথম দিন। কী উচ্ছ্বাস তাদের! আর দ্বিতীয় দিনে শোনা গেল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত, হাতে কলমে বিজ্ঞান পড়ানোর মজাই আলাদা। এভাবে পড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের চোখের সামনে বইয়ের পাতাগুলো ভেসে উঠবে ছবির মতো!
হাতে কলমে বিজ্ঞানের এই আকর্ষণীয় কর্মশালাটি সম্প্রতি আয়োজন করা হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের বেস আন-নূর মডেল স্কুলে। প্রথম দিন অর্থাৎ ৩রা মার্চ ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর দ্বিতীয় দিন ছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য। সিলেবাসের সঙ্গে সংগতি রেখে মজা করে বিজ্ঞান বিষয় থেকে দেখানো হয়েছিল বায়ুর চাপ, জলের সমোচ্চশীলতা ধর্ম, কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে উষ্ণতার প্রভাব, আলোর বর্ণালী, বিচ্ছুরণ, প্রতিফলন প্রতিসরণ প্রভৃতি এক্সপেরিমেন্ট। আর গণিতের ক্ষেত্রেও মজা করে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কাগজ কেটে থার্মোকল দিয়ে রং বেরঙের কাগজ মুড়ে দেখানো হয়েছিল নানা দুদিনের এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিল প্রায় তিনশো ছাত্রছাত্রী এবং ৩০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। সমগ্র কর্মশালার বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনায় ছিলেন পদার্থবিদ্যার বর্ষীয়ান অধ্যাপক ড. বি.এন.দাস এবং গণিত বিভাগের বিশিষ্ট শিক্ষক ও লেখক নায়ীমুল হক। বেস আন-নূর মডেল স্কুলের সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম বলেন এ ধরনের কর্মশালা ছাত্র-ছাত্রীদের কনসেপ্ট ডেভেলপ করে, পরবর্তীতে আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সপ্তাহব্যাপী এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করার কথা ভাবছি।

বিশ্ব বাঙালির ঐক্য চেতনা নিয়ে অনুষ্ঠান

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে নলিনী গুহ সভাগৃহে ভারত-বাংলাদেশ-আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে "বিশ্ব বাঙিলীর ঐক্য চেতনা"র ভাবনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হল "ফাগুন হাওয়ায়..."।
অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন কোলকাতা কালচারাল ফোরামের নির্বাহী সভাপতি সাবিনা সৈয়দ। আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী বাঙালী পীরজাদা নূরুল আবেদীনের সংবর্ধনা ও সম্মননা জ্ঞাপনের সাথে সাথে ভারত ও বাংলাদেশের বহু গুণীজনেদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।
সম্মানিত হন শ্রী বাসুদেব মোশেল, দেবাশিস বসু, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, কেতকী রায়,মুস্তারী বেগম (বাংলাদেশ), জাহানারা বুলা(বাংলাদেশ), ডঃ নাঈমা খানম (বাংলাদেশ), লাবণ্য সীমা (বাংলাদেশ) প্রমুখেরা। সাথে সাথে সম্মানিত হোন দুই বাংলার প্রায় পঞ্চাশ জন শিল্পী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করে প্রসেনজিৎ রাহা ও প্রিয়া রাহা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ভারত-বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাসুদেব মোশেল। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সাবিনা সৈয়দ সুন্দর, মনোজ্ঞ ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।
কলকাতা কালচারাল ফোরামের উপদেষ্টা আমেরিকাপ্রবাসী জনাব পীরজাদা নূরুল আবেদীন বরেন, প্রতি বছর কলকাতায় এবং ঢাকায় " বিশ্ব -বঙ্গ উৎসবের" আয়োজন করা হবে। তিনি আরও জানান যে ভবিষ্যতে যাতে নিউইয়র্কে এরকম বিশ্ব - বঙ্গ উৎসব করা যায় তার জন্য তিনি সচেষ্ট হবেন।

'চোরের সাক্ষী বিচারপতি' বলে অভিজিৎকে কটাক্ষ সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অশোকনগর

আপনজন: আমরা শুনেছিলাম, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। কিন্তু চোরের সাক্ষী বিচারপতি এই প্রথম শুনলাম। 'চোরের সাক্ষী বিচারপতি'র নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কেই কটাক্ষ করলেন অশোকনগরের মঞ্চ থেকে সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদ এবং তৃণমূলকে জনবিচ্ছিন্ন করা ও বিজেপির ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর কচুয়া মোড়ে মঙ্গলবার একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সিপিআইএম। প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম । সঙ্গে ছিলেন সন্দেশখালির সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার । এদিন এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহাম্মদ সেলিম বলেন, সবার প্রথম তারাই ঘুষকাণ্ড নিয়ে লোকসভায় সরব হয়েছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী সহ কাদের কাদের ক্যামেরাতে লুকিয়ে টাকা নিতে দেখা গেছিল। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে মোহাম্মদ সেলিম বলেন এখন একজন বিচারপতি জুটেছেন যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন বলেন । অথচ তিনি বলছেন, শুভেন্দু অধিকারীকে কাগজে মোড়া কিছু নিতে দেখা গেছে। কিন্তু তার মধ্যে কাগজ আছে না টাকা আছে তা কি করে জানলেন? অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এর নাম উল্লেখ না করে সেলিমকে বলতে শোনা যায়, আমরা জানতাম, 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল , এখন আমরা দেখছি 'চোরের সাক্ষী বিচারপতি'। এর পর একটি গানের লাইন তুলে মহম্মদ সেলিম বলেন, আমরা আগে জানলে তাহলে এই গান গাইতাম 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যাঁরা, সেই জেগেছে জনগণ'। ঐদিন চিটফান্ড কাণ্ড সহ নারোদা ঘুষ কান্ড প্রসঙ্গ টেনে শাসক দলকে রাজনৈতিক নিশানা করেন মোহাম্মদ সেলিম।

রেনেসাঁ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নেতড়া

আপনজন: বাংলার রেনেসাঁ পত্রিকা ও লাব্বাইক মিশনের ২৬ তম সাহিত্য ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নেতড়াতে। অংশ নেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাহিত্য ও শিক্ষা প্রেমীজনতা। বার্ষিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।
এদিন বাংলার রেনেসাঁ পুরস্কার প্রদান করা হয় ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদকে। তাকে স্মারক ও মানপত্র প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে অর্ধশতাধিক বিভিন্ন গুণী মানুষকে সমাজ ভাবনায় তাদের স্ব-স্ব অবদানের জন্য মানপত্র প্রদানের মধ্যে দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।
খাজিম আহমেদ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের গবেষক সা'দুল ইসলাম বলেন, বর্তমান বাংলার বাঙালি মুসলমানদের তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে খাজিম আহমেদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস গবেষক খাজিম আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, বাঙালি হিন্দুর থেকে মুসলিমরা অগ্রসর কম ছিলেন। সেই পিছিয়ে পড়া দের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলম ধরি। তাই বলে ভাগাভাগি, ভাঙাভাঙ্গিতে নয়, অসাম্প্রদায়িক ভাবনা নিয়ে সবাইকে ভাই হিসাবে চলতে চাই। ঔপন্যাসিক মুসা আলি বলেন, ওপার বাংলার ১৮ কোটির ১ কোটি হিন্দু সমাজের মানুষ, তারা বঞ্চনার শিকার নয়, অথচ এপার বাংলার সংখ্যালঘুরা চিরকাল উপেক্ষিত। শিশু সাহিত্যিক আব্দুল করিম বলেন, নতুন পৃথিবীতে আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
কবি কৃষ্ণকলি বেরা বলেন, সকল মানুষের সেবায় আজিজুল হকের আগ্রহ তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। বিশিষ্ট সমাজসেবী হাজি রমজান আলি বলেন, আজিজুল হক সকল মানুষকে আপন করে নিতে ভালোবাসেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন বাংলার রেনেসাঁ ও লাব্বাইক মিশনের সম্পাদক আজিজুল হক। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বহু গ্রন্থ শিক্ষাবিদ এম তাহেরুল হক, সমাজসেবী মহতারামা অজিফা খাতুন, অধ্যাপিকা সালেহা বেগম, শিক্ষারত্ন নুরনবী জমাদার, সমাজসেবী শাজাহান লস্কর, ইন্সুর আলি, আব্দুল আলিম মোল্লা, মনিরুজ্জামান, জাহাঙ্গীর দেওয়ান প্রমুখ।

রুপো শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ সভা মগরাহাটে

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট দু নম্বর ব্লক রুপো শিল্প সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষ যুক্ত রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে নেই কোন উন্নত পরিকাটামো যার ফলে মুখ থুবড়ে পড়ছে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের সিলভার ফিলিগ্রি শিল্প সঙ্গে যুক্ত থাকা শিল্পী ও উদ্যোগপতিরা। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়নগরের ২০২৩ বছরের শেষ সপ্তাহে একটি প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তিনি ঘোষণা করে যে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে সিলভার ফিলিগ্রি শিল্পের সাথে যুক্ত থাকা শিল্পী ও উদ্যোগ পতিদের কথা মাথায় রেখে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌখালী এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে সাধারণ সুবিধাকেন্দ্র (কমন ফেসিলিট সেন্টার) । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করে দেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সিলভার ফিলিগ্রি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষদের সুবিধার্থে সাধারণ সুবিধার কেন্দ্রে তৈরীর কাজ প্রায় শেষের পথে। মঙ্গলবার বিকেলে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা নমিতা সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মজিবর রহমান মোল্লা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সোমাশ্রী বেতাল। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট দু'নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও। আজই মধ্যেই উদ্বোধন হবে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের কমন ফেসিলিট সেন্টার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেই সেন্টার নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং আজ তারই উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে যেভাবে উজ্জীবিত করছে এবং বিশ্বের মানচিত্রে স্থাপন করছে তাতে বলা যেতেই পারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হারিয়ে যাওয়া শিল্প আবারও পুনরায় তাদের জীবন ফিরে পাচ্ছে বলে সভায় মন্তব্য করা হয়।

বিধায়কের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

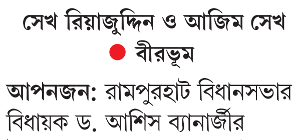

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ড. আশিস ব্যানার্জীর উদ্যোগে .মঙ্গলবার রামপুরহাট গান্ধী পার্ক ময়দানের ভলি গ্রাউন্ডে একটা বৃহৎ রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। বিধায়ক ড. আশিস ব্যানার্জী রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে তাদের হাতে মেমোন্টো, সার্টিফিকেট এবং একটি করে চারাগাছ তুলে দেন। রক্তদান শিবিরে ৬০০ ইউনিট রক্তের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নামেন আয়োজকরা। এই শিবিরের ফলে কিছুটা হলেও রামপুরহাট হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট মেটানো যাবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। ড. আশিস ব্যানার্জি বলেন, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিভিন্ন গ্রাম এবং শহরের কোনায় কোনায় যেন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা।সাধারণ মানুষজন যেন এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাতে অনেকটাই দুস্থ গরিব মানুষের উপকারে লাগবে। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর আশীষ ব্যানার্জী ছাড়াও রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে,রামপুরহাট পৌর পিতা সৌমেন ভগৎ, সৈয়দ সিরাজ জিমি, তুহিন শুভ ব্যানার্জি প্রমুখ।

পোলিও বৈঠক ইমাম মোয়াজ্জেনদের নিয়ে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: পোলিও না খাওয়া শিশুদের পোলিও ডোজ খাওয়াতে এবার বিশেষ বৈঠক ডাকল ব্লক প্রশাসন।
উল্লেখ্য,রবিবার পালস পোলিও-র বিশেষ ক্যাম্পে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের তপনা অঞ্চলের সমরুক এলাকায় পোলিও ক্যাম্পে অনেক শিশু অনুপস্থিত হওয়ায় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে পোলিও ডোজের কথা বলেন। এ বিষয়ে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অর্পিতা রায় জানান,গতবারে আমাদের ব্লকের সমরুক গ্রামে ৬৮৯ জন শিশু পালস পোলিও ডোজ নিলেও এবারে মাত্র ৬১০ জন শিশু পালস পোলিও ডোজ নিয়েছে। যেটা আমাদের কাছে খুবই চিন্তার কারন! তবে আমরা আবার ওই গ্রামে গিয়ে না খাওয়া শিশুদের পালস পোলিও ডোজ খাওয়ানোর চেষ্টা করবো।
বিএমওএইচ আরও জানান,আশা কর্মীদের অনশনের কারণে আশা কর্মীরা যেখানে কাজ করেননি, তাদের অভাব বুঝতে দেননি আমাদের ব্লকের স্বাস্থ্য কর্মীরা। এমনকি অনেক স্বাস্থ্য কর্মীর সন্তানদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছুটি নিলেও ছুটির ফাঁকেও যেটুকু সময় পাচ্ছেন স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।
উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,শুধুই যে পালস পোলিও তা কিন্ত নয়!এমন অনেক শিশুই আছে যাদের কোনওরকম টিকা দেওয়া থেকে দূরে রেখেছে তাদের পরিবারের লোকজন।কারণ হিসাবে তিনি অনেকেই নানারকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাই উল্লেখ করেছেন।
বিডিও-র আরও সংযোজন সেই কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই ওই এলাকার ইমাম ও মোয়াজ্জেনদের নিয়ে বৈঠক করার। সেই মোতাবেক মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বৈঠক হলে হয় বিশেষ বৈঠক। যেখানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওই ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অর্পিতা রায়,বিপিএইচএন ডাঃ সুদেষ্ণা প্রামাণিক, যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিপিকা রায়,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,হাওড়া জেলা ইমাম মহম্মদ আয়ুব আলি সহ ইমাম ও মোয়াজ্জেনদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রক্তদান শিবিরে সাংসদ মমতার সম্প্রীতি বার্তা

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: ধর্মীয় সহাবস্থানের অনন্য নজির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত বামনডাঙ্গা গ্রাম, যেখানে হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান তিন ধর্মের মানুষের বসবাস, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখতে সকলকে নিয়েই গড়ে উঠেছে শান্তি রক্ষা কমিটি। সেই কমিটির উদ্যোগে বিশিষ্ট সমাজসেবী টিংকু মন্ডলের তত্ত্বাবধানে সর্বধর্ম সমন্বয়ে প্রতিবছর বিভিন্ন সামাজিক সেবা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এবছরও রক্তদান শিবির, বস্ত্র দান, চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। টিংকু বাবু বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে মানুষের পাশে দাঁড়াতেই এমনই উদ্যোগ। উপস্থিত ছিলেন নয়া নির্বাচিত রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেন। মমতা বলেন, 'প্রকৃত ধর্ম বুঝলে সহিংসতার ঘটনা ঘটতো না। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে চাই। সারা দেশের তুলনায় আমরা পশ্চিমবাংলায় অনেক ভালো আছি।'
প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ মোর্তজা হোসেন এদিন রক্তদানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে বক্তব্য রাখেন পিনাকী বিশ্বাস, তাপস কুমার ঘোষ সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন এলাকার একাধিক জনপ্রতিনিধি সহ বিশিষ্টজনেরা।

লালগোলা কলেজে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লালগোলা

আপনজন: মঙ্গলবার লালগোলা কলেজের আইকিউএসি-র উদ্যোগে ও নবগ্রাম অমর চাঁদ কুন্ডু কলেজের সহযোগিতায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষক ও প্রশাসকদের গুণমান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে লালগোলা কলেজের সেমিনার হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. তপন কুমার বর মহাশয় ও গভর্নিং বডির অন্যতম সদস্য প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম এবং আইকিউএসি সদস্য অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন প্রমুখ।
মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. জয়দীপ সারেঙ্গি, (স্টেট মেন্টর, ন্যাক), ড. দিলীপ কুমার কর, (ডিস্ট্রিক্ট মেন্টর, নদীয়া) ও ড. ইন্দ্রানী বসু (ডিস্ট্রিক্ট মেন্টর, মুর্শিদাবাদ) এছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার ১০ টি কলেজের সম্মানীয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ এবং উক্ত কলেজের আইকিউএসি ও ন্যাক কোরডিনেটর থেকে শুরু করে টিসিএস এবং পরিবারের সকল সদস্য। লালগোলা অধ্যক্ষের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মূল বক্তা ড. জয়দীপ সারেঙ্গি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ন্যাক এর প্রতিটি বিভাগ ধরে ধরে আলোচনায় বুঝিয়ে দেন যে কিভাবে আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারি। বক্তা মাননীয় দিলীপ কুমার কর তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, আর অধ্যাপিকা ড. ইন্দ্রানী বসু আইকিউএসি টিম কিভাবে ন্যাক টিমের কাছে নিজেদের সঠিক ভাবে তুলে ধরবে তা সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

করণদিঘীতে দমকল নির্মাণ কাজের সূচনা

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বোতলবাড়ি তে ফায়ার স্টেশনের কাজ ও ভূমি উন্নয়ন নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করা হয় মঙ্গলবার। উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়েছে এই কাজের জন্য। কালভার্ট থেকে বিভিন্ন অংশ মেরামতি হবে এবং নিচু জায়গাটি পুনঃনির্মাণ হবে। সেই কাজেরই উদ্বোধন হলো আজ সকলের উপস্থিতিতে। দমকল দফতর থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই এই কাজ শুরু হচ্ছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল, করণদিঘী ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী, করণদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা পারভীন, করণদিঘী থানার আই.সি সঞ্জয় ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী হাফিজুল ইকবাল সহ আরও অনেকেই।

পাত্রসায়রে ট্রাক্টর উল্টে মৃত ২

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পাত্রসায়ের থানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আসুনবুনি গ্রামে এক ট্রাক্টার মালিক নিজের ১৮ বছরের ভাইপো জীবন বাগদী কে দিয়ে হারভেস্টার সমেত ট্রাক্টর টি ধোয়ার জন্য পাঠায় গ্রামের পাশে রাস্তার একটি খালে, ওই কিশোর ট্রাক্টরটি ধোয়ার জন্য গাড়িতে চাপায় তার গ্রামের বেশ কয়েকজন বন্ধুকে। সূত্রের খবর , ট্রাক্টরটি ধুতে আসার পথে হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি গর্তে পড়ে ট্রাকটারটি উল্টে যায় একটি জলাশয়ে । ট্রাক্টরের তলায় চাপা পড়ে সকলেই। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রত্যেককেই উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আবির বাগদি বয়স ১৬ বছর এবং দীপু বাগদি বয়স ১৪ বছর এই দুই কিশোরের। ঘটনায় আহত হয় চার কিশোর, প্রত্যেকের নাম মৃত জীবন বাগদী বয়স ১৮, রাজ বাগদী বয়স ১৩, আকাশ বাগদী বয়স ১৬, বাপ্পা বাগদী বয়স ১২, সকলেরই বাড়ি আসনবুনি গ্রামে। মৃতদেহ দুটি সমেত প্রত্যেককে আনা হয় সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়।

পথসভা শ্রমিক সংগঠনের

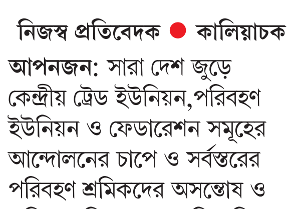

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: সারা দেশ জুড়ে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন,পরিবহণ ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহের আন্দোলনের চাপে ও সর্বস্তরের পরিবহণ শ্রমিকদের অসন্তোষ ও প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ন্যায় সংহিতার ১০৬ নম্বর ধারার ২ নম্বর উপধারাটি কেন্দ্রীয় সরকার স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ৫ই মার্চের পরিবহণ ধর্মঘট ইতিমধ্যেই স্থগিত করা হয়েছে। শ্রমিকদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাতে এই সভা।

রেকর্ড গড়া জয়ে শিরোপার ত্রিমুখী লড়াই জমিয়ে রাখল আর্সেনাল

আপনজন ডেস্ক: ‘আজ (গতকাল) আমরা যখনই বল পেয়েছি, খুব ভালো মুডে ছিলাম।’
শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে গতকাল প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের ম্যাচটির স্কোরলাইনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, মিকেল আরতেতা ঠিকই বলেছেন। ৫, ১৩, ১৫, ২৫, ৩৯, ৫৮-শেফিল্ডের জাল ছয়বার বল গেছে। সহজ কিছু সুযোগ মিস না হলে যেটা আরও বেশি হতে পারত। তবে ৬-০ গোলের জিতেও প্রিমিয়ার লিগের রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে নিয়েছে আর্সেনাল।
দলের খেলায় মহাখুশি আর্সেনালের কোচ আরতেতা ম্যাচ শেষে দারুণ আনন্দ নিয়ে বললেন, ‘আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। শুরুর দিকেই গোল করেছি-দারুণ পারফরম্যান্স।’ মার্টিন ওডেগার্ড ৫ মিনিটেই আর্সেনালকে এগিয়ে দেওয়ার পর ১৩ মিনিটে স্কোরলাইন ২-০ হয়েছে বোগলের আত্মঘাতী গোলে। ২ মিনিট পর স্কোরশিটে নাম লেখান গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এরপর কাই হাভার্টজের ২৫ ও ডেকলান রাইসের ৩৯ মিনিটের গোলে প্রথমার্ধেই ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল।
দ্বিতীয়ার্ধেও শেফিল্ডের রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ করে গেছে আর্সেনাল। কিন্তু ৫৮ মিনিটে বেন হোয়াইট ছাড়া আর কেউ গোল পাননি। আর গোল না পেলেই বা কী! অনন্য একটি রেকর্ডে তো নাম লিখিয়েই নিয়েছে আর্সেনাল। ১১ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট হামের মাঠে ৬-০ আর ১৭ ফেব্রুয়ারি বার্নলির মাঠে ৫-০ গোলের জয়ের পর কাল রাতে শেফিল্ডের মাঠ থেকেও ৬-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরল ‘গানার’রা। যার মানে ইংল্যান্ডের প্রথম ক্লাব হিসেবে প্রতিপক্ষের মাঠে টানা ৩ ম্যাচে ৫ বা এর বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড গড়েছে আর্সেনাল।
শুধু রেকর্ড গড়াই নয়, এই জয়ে আর্সেনাল জমিয়ে রাখল প্রিমিয়ার লিগের ত্রিমুখী শিরোপা লড়াইটাও। ২৭ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ তিন দলের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১ পয়েন্ট করে। ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিটির পয়েন্ট ৬২ আর আর্সেনাল তৃতীয় স্থানে আছে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে।

ওয়াগনারকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে, মনে করেন রস টেলর

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ড ফাস্ট বোলার নিল ওয়াগনারকে অবসর নিতে বাধ্য করানো হয়েছে বলে মনে করেন রস টেলর।
সুযোগ থাকার পরও দ্বিতীয় টেস্টের দলে ওয়াগনারকে না নেওয়াতে বিস্ময় প্রকাশও করেন সাবেক এ অধিনায়ক।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজে তাঁকে দলে নেওয়া হবে না, এমন জানার পর অবসরের সিদ্ধান্ত নেন ওয়াগনার।
আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিতে প্রথম টেস্টে দলের সঙ্গে থাকলেও আগামী ৮ মার্চ থেকে ক্রাইস্টচার্চে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে দলের সঙ্গে থাকবেন না তিনি।
এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে উইকেট নেওয়ার পর কাউকে উদ্দেশ্য করে ‘চুপ করার’ ইঙ্গিত করেছিলেন ওয়াগনার।
একটি উইকেটের পর দলের উদ্‌যাপনে কাউকে মাঝের আঙুলও দেখিয়েছিলেন। ওয়াগনারের এমন অবসর নেওয়ার সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক আছে কি না, ইএসপিএনের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট নামের এক পডকাস্টে টেলরকে এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল।
জবাবে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১১২ টি টেস্ট খেলা টেলর বলেছেন, ‘আমার মনে হয় এখন এগুলো একটু বোঝা যাচ্ছে। লুকিয়ে লাভ নেই, আমার মনে হয় এটা বাধ্যতামূলক অবসর। যদি ওয়াগনারের সংবাদ সম্মেলনের কথা শোনেন—সে অবসর নিচ্ছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পরই। মানে সে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল।’
এর মাঝে পেসার উইল ও’রুর্ক চোটে পড়ায় ওয়াগনারের ফেরার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল,

যদিও নিউজিল্যান্ড দলে ডেকেছে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা বেন সিয়ার্সকে। সেটি নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন টেলর, ‘তাকে দলে না নেওয়া আমি জানি আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা লাগবে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এমন বাঁচা-মরার একটি টেস্টে আমি নিল ওয়াগনারের বাইরে খুব বেশি কিছু ভাবতাম না। আমি নিশ্চিত সে দলে নেই বলে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটাররা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে।’
এর আগে অস্ট্রেলিয়ানদের বেশ ঝামেলায় ফেলার রেকর্ড আছে ওয়াগনারের। স্টিভেন স্মিথকেই এক সিরিজে চার বার শর্ট বলে আউট করেছিলেন তিনি।
ওয়াগনার থাকলে অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে রেকর্ড দশম উইকেট জুটি গড়তে পারত না বলেও মনে করেন ইএসপিএনের ওই পডকাস্টে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সীমিত ওভারের সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। জশ হ্যাজলউডকে নিয়ে ক্যামেরন গ্রিন শেষ উইকেটে যোগ করেন ১১৬ রান, প্রথম দিন শেষে বেশ চাপে থাকলেও ঘুরে দাঁড়িয়ে এরপর প্রথম টেস্ট অস্ট্রেলিয়া জেতে ১৭২ রানে।
ফিঞ্চ বলেন, ‘নিল ওয়াগনার একাদশে নেই, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম হালকা চোটের সমস্যা আছে বলে সে নেই। সে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যে সাফল্য পেয়েছে, বিশেষ করে স্টিভেন স্মিথের বিপক্ষে—আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন ওয়াগনার থাকলে শেষ উইকেটের ওই জুটি হতো না। কারণ, সে অন্তত জশ হ্যাজলউডকে ভয় দেখাতে পারত। ক্যামেরন গ্রিনকেও হয়তো রান করা থেকে আটকাত। আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে সিদ্ধান্তটা।’
ফিঞ্চের সঙ্গে একমত হয়েছেন টেলরও, ‘শুধু যে তার অভিজ্ঞতা আছে বা যেভাবে বোলিং করে, তা নয়। প্রতিপক্ষের অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও বলেছে, তাদের তাকে (ওয়াগনার) নিয়ে পরিকল্পনা ছিল। অভিজ্ঞতার ভূমিকা অনেক। কিন্তু আমি ফিঞ্চির সঙ্গে একমত। সে যদি রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে হ্যাজলউডকে বোলিং করত, সে হয়তো দুই একটা চার বা ছক্কাও দিতে পারত। কিন্তু আমার মনে হয় লম্বা সময় ধরে সে আক্রমণ করে যেত, ফলে তারা ১০০ রানের জুটি পেত না।’

বেলিংহামের লাল কার্ডের বিপক্ষে আপিল করবে রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচে ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামের লাল কার্ডের বিপক্ষে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ক্লাবের একটি সূত্র ইএসপিএন’কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে শনিবার ২-২ গোলের ড্রয়ের ম্যাচটির শেষ বাঁশি বাজার সময় এই ইংলিশ মিডফিল্ডারকে লাল কার্ড দেখানো হয়। রেফারি তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে বেলিংহাম একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেশ আগ্রাসী মনোভাব পোষন করে বারবার চিৎকার করে অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছে।
ব্রাহিম দিয়াজের ক্রসে ইনজুরি টাইমের নবম মিনিটে হেডের সাহায্যে বেলিংহাম গোল করার পর রেফারি জেসুস গিল মানজানো জানান তার আগেই তিনি ম্যাচ

শেষে বাঁশি দিয়ে দিয়েছেন। এই গোলটি হলে মাদ্রিদ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তো। আর এতেই বেলিংহাম ক্ষুব্ধ হয়ে রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান।
রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি ম্যাচ শেষে বলেছেন বেলিংহাম কোনভাবেই রেফারিকে অপমান করে কিছু বলেননি, ‘বেলিংহামে লাল কার্ড নিয়ে আমরা খুবই বিরক্ত। সে কোন ধরনের অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেনি। সে রাগ হয়ে রেফারিকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছে আমরা সবাই স্বাভাবিক ভাবে এভাবে ভেবে থাকি। গোলের পর রেফারি খেলা চালিয়ে যাবার সঙ্কেত দেন। আমার মনে হয় তিনি কোন ভুল করেছেন। বেলিংহাম যা বলেছেন স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তার মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, কিন্তু ঐ সময় যা হয়েছিল তাতে এটাই স্বাভাবিক। এটা কোনভাবেই অপমানজনক কোন ঘটনা নয়।’

গ্রুপ পর্ব থাকছে না চ্যাম্পিয়নস লীগের নতুন ফরম্যাটে

আপনজন ডেস্ক: বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে চ্যাম্পিয়নস লীগের নতুন ফরম্যাটের আলোচনা। আগেই জানা গেছে, ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতার নতুন সংস্করণে দলের সংখ্যা বাড়বে। এবার টুর্নামেন্টের গঠনতন্ত্র প্রকাশ করলো উয়েফা। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, ইউসিএলের নতুন ভার্শনে থাকছে না গ্রুপ পর্বের খেলা। ৩২ দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগ। আট গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথম পর্বের খেলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক গ্রুপের শীর্ষ দুই দল পেছায় শেষ ষোলোয়। এরপর কোয়ার্টার, সেমি এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪-২৫ মৌসুম থেকে চ্যাম্পিয়নস লীগ খেলবে ৩৬ দল। গত সোমবার নতুন ফরম্যাট চূড়ান্ত করে উয়েফা

জানায়, শুধু দলের সংখ্যা নয়; টুর্নামেন্টের ফরম্যাটেও আসছে ব্যাপক পরিবর্তন। প্রথম পর্বে প্রতিটি দল আটটি করে ম্যাচ খেলবে।
এরপর শুরু হবে নকআউট পর্ব। কোনো গ্রুপপর্ব থাকছে না। ড্রয়ের মাধ্যমে ৩৬ দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। ১ নম্বর পটে থাকবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন এবং র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা সেরা আট দল। ২ নম্বর পটে থাকবে ইউরোপা লীগ জয়ী দল এবং শীর্ষ লীগগুলোর চ্যাম্পিয়ন দল। প্রথম পর্বে আটটি ম্যাচের মধ্যে চারটি করে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে।
লীগ পর্ব শেষে শীর্ষ আট দল উঠে যাবে নকআউটে। এরপর টেবিলের নবম থেকে ২৪তম দল দুই লেগের প্লে অফ খেলবে শেষ ষোলোয় বাকি আটটি স্থানের জন্য। আর ২৫ থেকে ৩৬ নম্বরে থাকা ক্লাবগুলো সরাসরি ইউরোপিয়ান ফুটবলের সব ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়বে। লীগ পর্বে পারফরম্যান্সের দিক থেকে ওপরের দিকে থাকা দলগুলো নক আউটের ড্রতে সুবিধা পাবে। এখানেও রয়েছে কিছু শর্ত। একই লীগের দুটি ক্লাব লীগ পর্বে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে না। তবে একই ঘরোয়া লীগ থেকে চারটি বা তার চেয়ে বেশি ক্লাব এক পটে থাকলে যেকোনো একটি ক্লাবের বিপক্ষেই কেবল খেলতে হবে। নকআউট পর্ব থেকে অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে খেলাগুলো।

চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের ম্যাচে সিরি ‘আ’র নিষিদ্ধ রেফারি

আপনজন ডেস্ক: চলতি মৌসুমে রেফারিং-বিতর্ক যেন রিয়াল মাদ্রিদের পিছুই ছাড়তে চাইছে না! কখনো লা লিগায় তাদের প্রতিপক্ষ ক্লাবগুলো দাবি করছে—রিয়ালকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছেন রেফারিরা। কখনো আবার রিয়াল বলছে—বাজে রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছে তারা। এবার চ্যাম্পিয়নস লিগেও রেফারি-বিতর্কের সঙ্গে জড়াল রিয়ালের নাম। যদিও এই বিতর্ক নিয়ে রিয়ালের কিছুই করার নেই।
চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আগামীকাল জার্মানির ক্লাব লাইপজিগের মুখোমুখি হবে রিয়াল। ম্যাচটি পরিচালনার দায়িত্ব উয়েফা দিয়েছে রেফারি মার্কো দি বেল্লোকে। সম্প্রতি যিনি ইতালির সিরি ‘আ’তে রেফারিং থেকে এক মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন।
দি বেল্লো গত শুক্রবার সিরি ‘আ’তে লাৎসিওর বিপক্ষে এসি মিলানের ১-০ গোলে জেতা ম্যাচের রেফারি ছিলেন। সেই ম্যাচে তিনি বিতর্কিতভাবে লাৎসিওর তিন খেলোয়াড়কে লাল কার্ড দেখিয়েছেন।
৫৭ মিনিটে দি বেল্লো লাল কার্ড দেখান লাৎসিওর লুকা পেল্লেগ্রিনিকে। ক্রিস্টিয়ান পুলিসিককে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে লাল কার্ড দেখেন তিনি। এরপর যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে দি বেল্লো লাল কার্ড দেখান অ্যাডাম মারুসিককে। খানিক পর তিনি লাল কার্ড দেখান মাত্তেও গুয়েনদোজিকে। তাঁর অপরাধ ছিল, পুলিসিক তাঁকে ফাউল করার পর তিনি পুলিসিককে মাঠে ফেলে দেন।
ইতালির সংবাদমাধ্যমের খবর বলছে ওই ম্যাচের পর দি বেল্লোকে সিরি ‘আ’তে এক মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিরে এসে তাঁকে প্রথমে সিরি ‘বি’তে রেফারিং করতে হবে। এরপরও রিয়াল-লাইপজিগ ম্যাচে তাঁকেই রেফারি হিসেবে বহাল রেখেছে উয়েফা। ম্যাচে দি বেল্লোর সহকারী রেফারি হিসেবে থাকবেন ফিলিপ্পো মেলি ও স্তেফানো আলাসিও আর ভিএআরের দায়িত্বে থাকবেন মাসিমিলিয়ানো ইররাতি।
এর আগে গত পরশু লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে রিয়ালের ম্যাচেও ছিল রেফারিং-বিতর্ক। ২-২ গোলে ড্র ম্যাচে একদম শেষ সময়ে জুড বেলিংহামের হেড জালে জড়িয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাছে যখন ক্রসটা যাচ্ছিল, তখনই শেষ বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি। গোল না দেওয়ায় রেফারি হেসুস গিল মানজানোর সঙ্গে ঝগড়ায় জড়ানোর পর লাল কার্ড দেখেন বেলিংহাম।
লাইপজিগের বিপক্ষে শেষ ষোলোর প্রথম লেগটা ১-০ গোলে জিতেছে ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল।

গাভাস্কারের রেকর্ড ভাঙার বেশ কাছাকাছি পৌঁছলেন জয়সওয়াল

আপনজন ডেস্ক: পাঁচ টেস্টের সিরিজ। সেই সিরিজের চার ম্যাচ শেষে ৬৫৫ রান করে ফেলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটায় টানা দুটি ডাবল সেঞ্চুরিও আছে ভারতীয় ব্যাটসম্যানের। সেই জয়সওয়ালকে ৭ মার্চ ধর্মশালায় শুরু সিরিজের শেষ টেস্টে হাতছানি দিচ্ছে বড় এক রেকর্ড—ভারতের হয়ে এক টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান করার।
ভারতের হয়ে এক টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড সুনীল গাভাস্কারের। সেটিও নিজের প্রথম সিরিজেই করেছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাঁচটি টেস্ট খেলে ভারত। পোর্ট অব স্পেনে সেই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অভিষেক হওয়া গাভাস্কার সিরিজ শেষ করেন ৭৭৪ রান নিয়ে। অভিষেক টেস্টের দুই ইনিংসে ৬৫ ও অপরাজিত ৬৭ রান করা ভারতীয় ওপেনার পরের তিন টেস্টে একটি ডাবল সেঞ্চুরিসহ মোট চারটি সেঞ্চুরি পেয়ে যান। পোর্ট অব স্পেনেই সিরিজের শেষ টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি (১২৪ ও ২২০) করেন ২১ বছর বয়সী গাভাস্কার।
গাভাস্কারের সেই রেকর্ড ভাঙতে ২২ বছর বয়সী জয়সওয়ালকে ধর্মশালায় করতে হবে ১২০ রান। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ভারতীয় ওপেনার এই টেস্টেই ছুঁয়ে ফেলতে

পারেন ১ হাজার রানের মাইলফলকও।
টেস্টে হাজার ছুঁতে ২৯ রান দরকার জয়সওয়ালের। চার অঙ্ক ছুঁতে পারলে এই মাইলফলকে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম হবেন গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্ট অভিষিক্ত জয়সওয়াল। এই বাঁহাতি এ পর্যন্ত খেলেছেন ১৫ ইনিংস। রেকর্ডটা যাঁর, সেই বিনোদ কাম্বলির ১০০০ করতে লেগেছিল ১৪ ইনিংস।
গাভাস্কার তো আছেনই, টেস্টে এক সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান করা ভারতীয়দের মধ্যে জয়সওয়ালের ওপরে আছেন আর মাত্র একজন—বিরাট কোহলি। অভিষেক সিরিজে ৭৭৪ রান করা গাভাস্কার ১৯৭৮-৭৯ মৌসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ৬ টেস্টে করেন ৭৩২ রান। ২০১৪-১৫ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে চার ম্যাচে ৬৯২ রান ও ২০১৬-১৭ মৌসুমে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচে ৬৫৫ রান করেন কোহলি।
ভারতীয় রেকর্ড হাতছানি দিলেও বিশ্ব রেকর্ড থেকে অনেক দূরেই অবস্থান জয়সওয়ালের। বিশ্ব রেকর্ড করতে হলে ধর্মশালায় ৩২০ রান করতে হবে তাঁকে। ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ ম্যাচের সাত ইনিংসে ৯৭৪ রান করে যে রেকর্ডের মালিক স্যার ডন ব্র্যাডম্যান।
দেড় বছর আগে ইংল্যান্ডের ওয়ালি হ্যামন্ডের গড়া রেকর্ড ভেঙেছিলেন ব্র্যাডম্যান। ১৯২৮-২৯ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ ম্যাচের ৯ ইনিংসে ৯০৫ রান করেছিলেন হ্যামন্ড। টেস্ট ইতিহাসে এক সিরিজে ৯০০ রানের বেশি করার উদাহরণ এই দুটিই।
টেস্ট ক্যারিয়ারের বয়স এক বছর না হতেই জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া জয়সওয়াল কি পারবেন গাভাস্কারের ভারতীয় রেকর্ড ভেঙে ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ডের দিকে ধেয়ে যেতে?

একদিন যে ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলে নজর কেড়েছিলেন, সেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে এবারের আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। রোহিত শর্মার পরিবর্তে এবার পাণ্ডিয়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে নেতৃত্ব দেবেন। ২ বছর পরে পুরনো দলে ফিরতে পেরে খুশি হার্দিক। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে বলতে শোনা গিয়েছে, ”ভক্তদের অফুরান ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য আমি গভীরভাবে ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। এটা একধরনের আশীর্বাদ যা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।”

আবার মেসির সঙ্গে খেলতে উদ্‌গ্রীব নেইমার

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের মতো দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশে খেলেও লিওনেল মেসি ও নেইমারের বন্ধুত্বের কথা কারও অজানা নয়। ক্লাব ফুটবলেও লম্বা সময় একসঙ্গে খেলেছেন তাঁরা। এমনকি অবসর সময়ে মাঠের বাইরেও একসঙ্গে ঘুরতে এবং আড্ডা দিতে দেখা যায় দুজনকে। মেসি-নেইমারের জুটিকে ভক্তরাও বেশ পছন্দ করেন। এখন অবশ্য দুজন খেলছেন দুই ভিন্ন মহাদেশে। গ্রীষ্মের দলবদলে মেসি পাড়ি জমিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে আর নেইমার নিজের ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালকে।
তবে আলাদা দুই জগতের বাসিন্দা হয়েও নেইমার উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন মেসির সঙ্গে আবার ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করার এবং একসঙ্গে মাঠে নামার।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইএসপিএনকে নিজের এ ইচ্ছার কথা বলেছেন নেইমার।
মেসি ও নেইমার প্রথমে জুটি গড়েন বার্সেলোনায়। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত একসঙ্গে খেলেছেন তাঁরা। ক্যাম্প ন্যুর ক্লাবটিতেই শুরু হয় দুজনের বন্ধুত্বের। দুজন মিলে দুটি লিগ শিরোপা ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন তাঁরা। এরপর পিএসজিতে ২০২১ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত একসঙ্গে খেলেছেন মেসি ও নেইমার। সেখানেও একসঙ্গে তিনটি শিরোপা জিতেছেন তাঁরা। গত বছরের গ্রীষ্মে দুজন পাড়ি জমান দুদিকে। নেইমার ভবিষ্যতে আবার মেসির সঙ্গে জুটি বাঁধার ইচ্ছার কথা জানিয়ে বলেছেন, ‘আশা করি, আমরা আবার একসঙ্গে খেলতে পারব।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**